প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩০ ❖ ২১ - ২৭ আগস্ট, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

আগস্ট মাসের জন্য পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য: ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের ব্যবসা

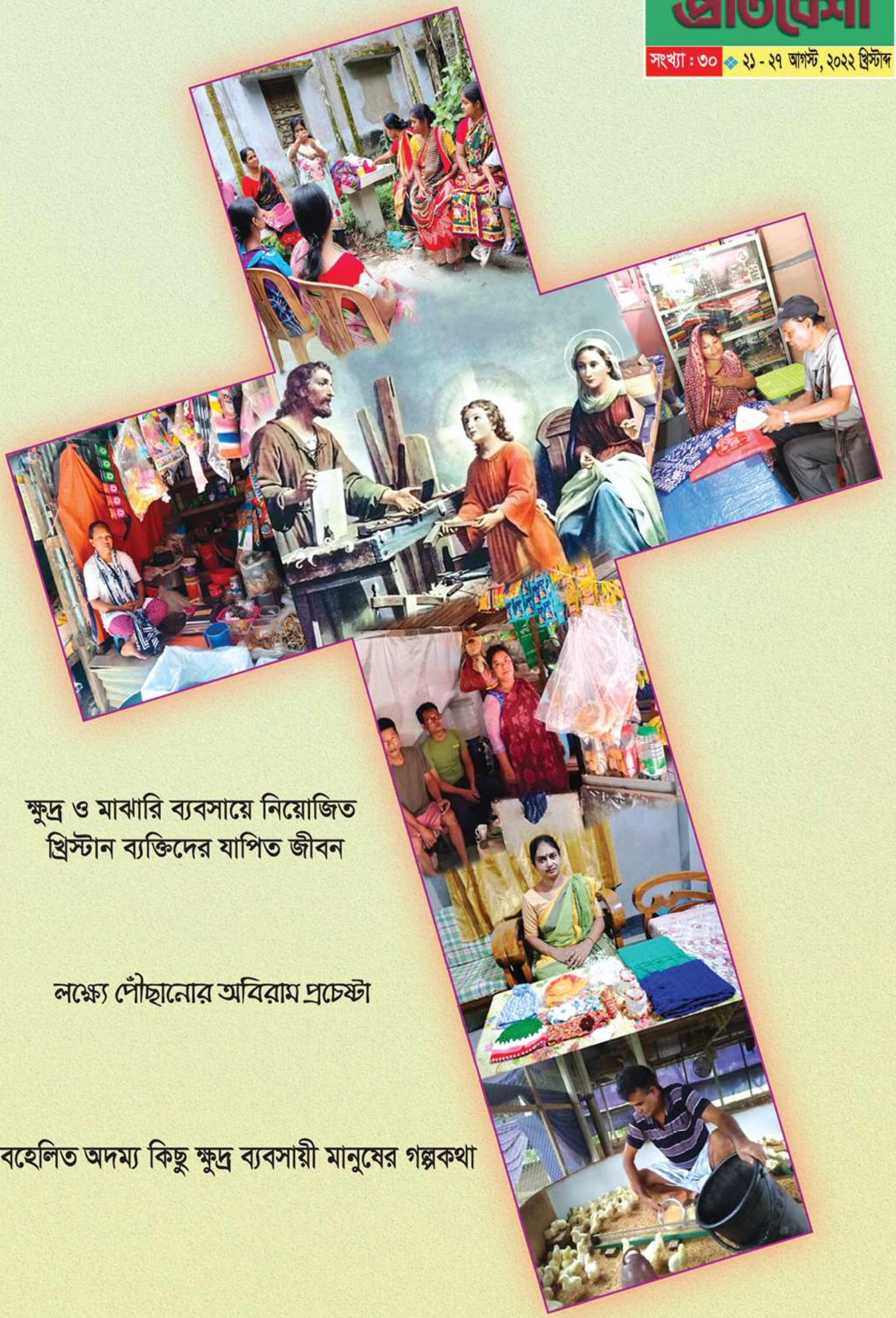

ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ে নিয়োজিত খ্রিস্টান ব্যক্তিদের যাপিত জীবন

লক্ষ্যে পৌঁছানোর অবিরাম প্রচেষ্টা

অবহেলিত অদম্য কিছু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মানুষের গল্পকথা

World concern
witness the transformation

Employment Opportunity

Country Director Position

World Concern is a US-based Christian global disaster response and sustainable community development agency. The love of Jesus Christ compels us to join Him in spiritual reconciliation and physical transformation by expressing a culture that is boldly focused on Christ and extending opportunities to people facing the most profound human challenges of extreme poverty. We serve over 7 million people in 13 countries, focusing on food security, child protection, education, maternal and child health, microfinance, vocational training, clean water and sanitation and disaster response.

World Concern International is searching for an energetic, experienced & potential Country Director for its Country Office at Dhaka in Bangladesh. Please apply after visiting the link for job competencies and job specifications for the **'Country Director'** position of World Concern Bangladesh. Job application are **only accepted through this link:**
https://jobs.jobvite.com/cristaministries/job/oUJqkfw7

The last date for this position will be on **30th September 2022.** Please be informed that hard copy of application would not be accepted in Bangladesh office.

বিজ্ঞ/২২৬/২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,
আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে চান? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

—ঃ গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী ঃ—

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

ডাক মাসলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৩০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ৩০
২১ - ২৭ আগস্ট, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
৬ - ১২ ভাদ্র, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

জীবন নির্বাহে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা

জীবন নির্বাহের জন্য মানুষ বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। ছোট-বড় সকল কাজেরই মূল্য আছে। এই কাজগুলো করতে গিয়েই কেউ কেউ কাজগুলোকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। আর অনেক পেশার মতো ব্যবসাও একটি অন্যতম পেশা যা ছোট, বড় বা মাঝারি আকারে হতে পারে। শাব্দিকভাবে ব্যবসা হলো ব্যস্ত থাকা। তাই অল্প মানুষ ও স্বল্প পুঁজি নিয়ে যে ব্যবসা করা হয় তাই ক্ষুদ্র ব্যবসা। এই ব্যবসাতে অনেক সময় দেখা যায় মালিকই শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। আর মাঝারি ব্যবসার ব্যপ্তিটা আরেকটু বড়। এখানে পুঁজি ও জনবলের সংখ্যাও কিছুটা বেশি থাকে। পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ এই ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসাতে জড়িত। ব্যবসার মূল লক্ষ্য মুনাফা হলেও এই ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা মানবসমাজে সেবাও দিয়ে যাচ্ছেন। ছোট এবং মাঝারি আকারের ব্যবসায়ীরা তাদের সৃজনশীল শক্তি এবং কর্ম-দক্ষতা কাজে লাগিয়ে ভিন্ন কিছু তৈরি করার সুযোগ সৃষ্টি করে চলেছেন অবিরত।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ে জড়িত ব্যক্তিদের জীবন বাস্তবতা দেখে তাদের দুঃখ-কষ্টের সাথে একাত্ম হতে আগস্ট মাসে "ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের" জন্য প্রার্থনা করার আহ্বান রেখেছেন এবং একই সাথে ব্যবসায়ীদেরকে 'সাহস, প্রচেষ্টা এবং ত্যাগের' উপলব্ধি আনয়ন করতে বলেছেন। মানুষের প্রতি তাদের সাহায্য করার অবিরাম ত্যাগ এবং কঠোর পরিশ্রমকে পুণ্যপিতা প্রশংসা করেছেন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা কঠোর পরিশ্রম এবং ক্রমাগত ত্যাগ স্বীকার করেও বর্তমান সময়ের আর্থ-সামাজিক সংকট দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তাই তাদের প্রতি দরদী হওয়া আবশ্যক।

বিগত সময়ের করোনা মহামারি এবং বর্তমান সময়ের আলোচিত যুদ্ধের কারণে বিশ্ব গুরুতর আর্থ-সামাজিক সঙ্কটের মুখোমুখি হচ্ছে। অনেক মানুষের উপার্জন কমে গেছে তথাপি দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির ফলে মানুষের মাঝে হতাশা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেঁচে থাকার জন্য স্বল্প আয়ের অনেক মানুষ নিজ পায়ে দাঁড়ানোর জন্য ব্যবসায়ে ঝুঁকি নিচ্ছেন। অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজের সাধ্যানুযায়ী ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয়ে জীবনযুদ্ধে নেমেছেন অনেকে। এই করোনাকালে জীবনের প্রয়োজনে অনেকেই অনলাইনে ব্যবসা করা শুরু করেছেন। যার ফলে তৈরি হয়েছে নতুন নতুন উদ্যোক্তা। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে খ্রিস্টানেরাও যুক্ত হয়েছেন জীবিকা নির্বাহের এই ধারায়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীরাও ঘরে থেকেও ক্ষুদ্র ব্যবসা করার মধ্যদিয়ে একদিকে যেমন তাদের সৃজনশীলতা প্রকাশ করছেন অন্যদিকে তাদের সক্ষমতাও বৃদ্ধি করছেন। ক্ষুদ্র ব্যবসাতে অনেকে আলোকিত হচ্ছে নিজ নিজ সততা ও শ্রমের গুণে। অনেক খ্রিস্টান সমবায় সমিতিগুলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসাতে ঋণ দিয়ে সময়োপযোগী কাজ করছেন। ভোগ্যপণ্য ও আপ্যায়ন-বিলাসিতা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে ঋণপ্রদানে কঠোর হয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের সহজশর্তে ঋণ দিয়ে খ্রিস্টান ব্যবসায়ীদের পাশে খ্রিস্টান সমবায় সমিতিগুলো দৃঢ় অবস্থান নিবে বলে প্রত্যাশা করি।

২০২১ খ্রিস্টাব্দের বিশ্বব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুসারে, বিশ্বব্যাপী মহামারির কারণে চারটির মধ্যে একটি কোম্পানির বিক্রির পরিমাণ অর্ধেকে নেমে এসছে। তবে এ সময়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কাজের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক বেশি। যার যার সামর্থ অনুসারে কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি করেছে। সবাই যে সফল হয়েছে তা নয় কিন্তু তবুও বাঁচার আশায় হাল ছাড়েনি, এগিয়ে চলেছে। এ দুঃসময়েও অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বাকিতে মালামাল দিয়ে সংসারে নিতে পারেনি তেমন কিছু। কিন্তু তা করে তারা পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও মানব সেবার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। মানবসেবা ও সমাজ উন্নয়ন বেগমান করতে যুবসমাজকেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসাতে নিয়োজিত হতে বলেছেন অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। কেননা মূলত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরাই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ঘটাচ্ছে, নিজেও স্বাবলম্বী হচ্ছে।

ছোট এবং মাঝারি ব্যবসায়ী বলে এদের গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। বিত্তহীন, অবহেলিত মানুষটিও ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে মানুষের মাঝে তার সততা ও সংগ্রামের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে খ্রিস্টীয় আদর্শকে প্রকাশ করে যাচ্ছে। দৃঢ় মনোবল, অদম্য সাহস, সততা আর আপন কর্মকে সঙ্গী করে জীবনের কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েও তারা আপন আলোয় উদ্ভাসিত। কঠিন সংকটে এরাই অনেকের আদর্শ, অনুপ্রেরণার উৎস। তাদের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করা আমাদের সবার দায়িত্ব। আসুন নিজেদের মধ্যে মানবতা বৃদ্ধি করি, একে অন্যের পাশে দাঁড়াই। অব্যাহত রাখি লক্ষ্যে পৌঁছানোর অবিরাম প্রচেষ্টা। মনে রাখি কর্মে সততা মনে দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে চললে সফলতা আসবেই॥ †

"তোমরা সরু দরজাটা দিয়েই ভেতরে যেতে আপ্রাণ চেষ্টা কর! কারণ আমি তোমাদের বলেই রাখছি, অনেকেই ভেতরে যেতে চেষ্টা করবে, কিন্তু পারবে না। *(লুক-১৩:২৪)*

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

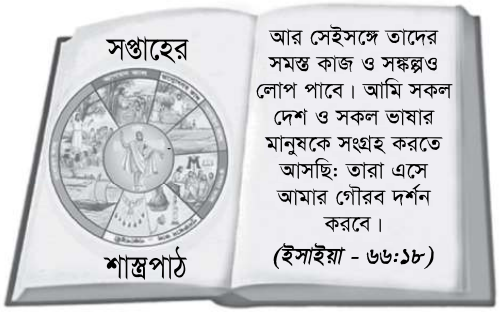

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২১- ২৭ আগস্ট, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

২১ আগস্ট, রবিবার
ইসা ৬৬: ১৮-২১, সাম ১১৭: ১-২, হিব্রু ১২: ৫-৭, ১১-১৩, লুক ১৩: ২২-৩০

২২ আগস্ট, সোমবার
রাণী মারীয়া, *স্মরণদিবস*
২ থেসা ১: ১-৫, ১১-১২, সাম ৯৬: ১-৫, মথি ২৩: ১৩-২২
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*
ইসা ৯: ১-৬, সাম ১১৩: ১-৭, লুক ১: ২৬-৩৮

২৩ আগস্ট, মঙ্গলবার
লিমা'র সাধ্বী রোজ, কুমারী
২ থেসা ২: ১-৩, ১৪-১৭, সাম ৯৬: ১০-১৩, মথি ২৩: ২৩-২৬

২৪ আগস্ট, বুধবার
সাধু বার্থলমেয়, প্রেরিতদূত, *পর্ব*
পর্বদিনের খ্রিস্টযাগ, মহিমাস্তোত্র, নির্দিষ্ট পাঠসমূহ, বিশ্বাসমন্ত্র, প্রেরিতদূতদের বন্দনা
প্রত্যাদেশ ২১: ৯-১৪, সাম ১৪৫: ১০-১৩খ, ১৭-১৮
যোহন ১: ৪৫-৫১

২৫ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
১ করি ১: ১-৯, সাম ১৪৫: ২-৭, মথি ২৪: ৪২-৫১

২৬ আগস্ট, শুক্রবার
১ করি ১: ১৭-২৫, সাম ৩৩: ১-২, ৪-৫, ১০-১১, মথি ২৫: ১-১৩

২৭ আগস্ট, শনিবার
সাধ্বী মণিকা, *স্মরণদিবস*
১ করি ১: ২৬-৩১, সাম ৩৩: ১২-১৩, ১৮-২১, মথি ২৫: ১৪-৩০

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২২ আগস্ট, সোমবার
রাণী মারীয়া, *স্মরণদিবস*
+ ১৯৩৪ ফাদার পিয়ের রোলে সিএসসি
+ ২০২০ সিস্টার মেরী অর্পিতা এসএমআরএ (ঢাকা)

২৩ আগস্ট, মঙ্গলবার
+ ১৯৪২ ফাদার যোসেফ হারেল সিএসসি
+ ২০১৮ সিস্টার নাজারিনা আগ্নেশ পারই এসসি

২৪ আগস্ট, বুধবার
+ ১৯৭৫ সিস্টার মেরী অব লূর্দস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

২৫ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
+ ব্রাদার মালাকি রবার্ট ও'ব্রায়েন সিএসসি (ঢাকা)

২৬ আগস্ট, শুক্রবার
+ ১৯৯৪ সিস্টার এম. থেকলা আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০১১ ফাদার আন্তনীও ফলিয়ানী এসএক্স (খুলনা)

২৭ আগস্ট, শনিবার
+ ১৯৯৩ সিস্টার মেরী গ্রেট্রুড এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯৫ ব্রাদার মার্সেল ডুসেন সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৮ ফাদার জেমস তোবিন সিএসসি

সোনার বাংলা গড়তে যুব ভাই-বোনদের প্রতি দাদুর কিছু কথা

স্নেহের যুব ভাই-বোনেরা তোমাদের সকলকে বলছি, একটু মনোযোগসহ শুনতে চেষ্টা কর ও বোঝার চেষ্টা কর। তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগবে। বিশেষ করে তোমরা যারা স্কুল-কলেজে পড়াশুনা করছ তোমাদের জন্য। Charity Begins at Home কথাটি মূল্যায়নে নিম্নোক্ত করণীয় নীতিমালা অনুসরণে অভ্যস্থ হলেই একজন সু-নাগরিক হিসেবে সমাজ ও দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে সবাই উপকৃত হবে।

১। সময়ের মূল্য দিতে বদ্ধপরিকর হও। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে বই নিয়ে পড়তে বসা। মনে রেখো, সকালের পড়া কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সারাদিন মনে থাকে।

২। তোমদের মনে রাখতে হবে স্কুল/কলেজ আরম্ভ হবার অন্তত ১০/১৫ মিনিট আগে সেখানে উপস্থিত হতে হবে। শেষ মুহূর্তে দৌড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ক্লাশে প্রবেশ করা, বাজে অভ্যাসে পরিণত হবে।

৩। রাস্তায় চলা-ফেরা করার সময় সর্বদা রাস্তার বাদিক দিয়ে চলা-ফেরা কর।

৪। ছাত্র-ছত্রীরা তোমরা যারা অভিভাবক বিনা হেঁটে স্কুল/কলেজে যাওয়া-আসা কর, নিরাপত্তার জন্য সর্বদা দলবেধে যাতায়াত করা ভাল।

৫। ক্লাশ চলাকালীন শিক্ষক-শিক্ষিকারা যা পড়ান তার উপর নোট নিতে চেষ্টা করবে।

৬। প্রত্যেক দিনের পড়া প্রতিদিন কর। আগামী কাল পড়ব বা করব বলে ফেলে রেখো না।

৭। সৎ ভাবে পরীক্ষা লিখতে বস। টুক্‌লীতে ধরা পড়ে, নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করো না।

৮। স্কুল-কলেজ ছুটি হবার পর সোজা বাড়ী ফিরে যাও।

৯। শিক্ষক-শিক্ষিকা বা ক্লাশের বন্ধুদের নামে অপরের সাথে কোন সমালোচনা করো না।

১০। কোন কিছুই চুরি করো না। মিথ্যা কথা বলবে না।

১১। স্কুল/কলেজের ভিতরে এমকি বাইরে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ও গুরুজনদের সাথে দেখা হলে হাত তুলে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কর।

১২। ক্লাশে পড়ার বেঞ্চের উপর উঠে নাচানাচি করো না, এতে অভদ্রতা প্রকাশ পায়।

১৩। হাল্‌কাজাতীয় নেশা কিংবা ধূমপান, এমনকি উগ্র জাতীয় কোন কিছুই সেবন করো না।

১৪। স্কুল/কলেজের ইউনিফর্ম নিজ হাতে ধুয়ে পরিষ্কার ও পরিধান কর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় মন প্রফুল্ল থাকে।

১৫। কথায় আছে ভুলে গেলে চলবে না; Society makes a man Society breaks a man সুতরাং সাধু সাবধান।

প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীগণ, আরও অনেক কিছু বলা যায়। যতটুকু বলা হল, সেগুলিকে তোমরা যদি সতর্ক হয়ে মেনে চল বা পালন করে চল, দেখবে তোমরা কিন্তু আদর্শ ছাত্র-ছাত্রী হয়ে গড়ে উঠবে এবং বাংলাদেশকেও আদর্শ করে তুলতে পারবে। আশীর্বাদ রইল।

পিটার পল গমেজ (দাদু)
মণিপুরিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা

ফাদার লিটন ডি' কস্তা

সাধারণকালের ২২তম রবিবার

প্রথম পাঠ : বেন-সিরা ৩: ১৭-১৮, ২০, ২৮-২৯
দ্বিতীয় পাঠ : হিব্রু ১২:১৮-১৯,২২-২৪
মঙ্গলসমাচার: লুক ১৪:১, ৭-১৪

"নম্রতা হল মনের ও চরিত্রের ভূষণ ও অলংকার"

আমরা আজ ঈশ্বরের যে বাণী শুনেছি তার মূলকথা হলো নম্রতা। নম্রতা হলো অন্তরের দরিদ্রতা আর তা সাধনা করেই অর্জন করতে হয়। আর যিশু বলেছেন, অন্তরে যারা দীন ধন্য তারা, স্বর্গরাজ্য তারাই পাবে। নম্রতা হলো যখন আমরা আমাদের দুর্বলতা, অযোগ্যতার কথা নম্রতার সহিত ঈশ্বর ও ভাই মানুষের কাছে স্বীকার করি, তখন আমরা আমাদের পাপের ক্ষমা লাভ করি, দুর্বলতা ও আমাদের অযোগ্যতাকে অতিক্রম করে সকলের ভালবাসার পাত্র হয়ে উঠি। আবার যখন আমাদের গুণাবলীর কারণে বা আমাদের যোগ্যতার জন্য অহংকারী হয়ে উঠি বা অন্যদের অবহেলা করি, তখন আমরা আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাই এবং পাপ পথ বেছে নিই। এর ফলে ঐশ্বরাজ্যে প্রবেশের অধিকার হারাই। আমরা নম্রতা বা ভালো কাজের মধ্যদিয়ে যে পুণ্য সঞ্চয় করি তা আমাদের অহংকার দ্বারা নষ্ট করি।

আমাদের এই সাধারণ প্রবণতা আছে যারা বড়লোক, ধনী শ্রেণির মানুষ, অনেক নাম-ডাক আছে তাদের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলা। আর যারা সমাজে আমাদের চেয়ে একটু গরীব, নিচু তাদের আঁড়ালে রাখা, এড়িয়ে চলা। আজকের মঙ্গলসমাচারের আলোকে যিশু এই ধরণের মনোভাবকে তিরস্কার করছেন। তিনি আমাদের বলছেন, নম্রভাবে ও নিঃস্বার্থভাবে ছোট-বড়, ধনী-গরীব, পাপী-তাপী সকলকে ভালবাসি, অবহেলিতদের সেবা করি এবং তা যেন করি কোন পুরস্কার বা প্রতিদান পাওয়ার আশায় নয়। যারা নম্র হৃদয়ের মানুষ তারা সবকিছু করে একান্ত নিরবে। তারা তা করে কারণ তারা তা করার তাগিদ অনুভব করে। ঠিক যেমন সুগন্ধী ফুলের মতো, ফুল যেমন নিজের জন্য ফুটে না, তার সুগন্ধের প্রতিদানে কোন কিছুর আশা করেনা। যারা নম্র তারাও তাদের কাজ করে নিরবে, নিঃস্বার্থভাবে। অন্যদের জন্য তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করতে কার্পণ্য করে না, অন্যের মঙ্গলের জন্য বা কারো জন্য কিছু করার প্রয়োজন হলে তা করে মনের মধ্যে অনেক আনন্দ পায়। কিন্তু তার প্রতিদানে কোন কিছু আশা-প্রত্যাশা করে না।

যারা নিজেদের বড় মনে করে তারা নিজেদের জানে না বা নিজের বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। নিজে যা নয় তা জাহির করতে চায়, তাই প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, আর তা নিয়েই তারা গর্ব করে। আমাদের মধ্যেও সেই একই ধরনের প্রবণতা আছে। আমরা অনেক সময় নিজেকে বড় মনে করি, আমি যা নই তাই অন্যের কাছে জাহির করে থাকি। আজকের বাণী পাঠের আলোকে আমরাও ফরিসীদের মতো প্রথম ও প্রধান আসন প্রত্যাশা করি, আর যদি না পাই তখন মনক্ষুন্ন হই। এমনকি প্রতিহিংসাপরায়ণ হই এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করি।

নম্রতা হচ্ছে খ্রিস্টের মতো জীবন-যাপন করা, নিজের জন্য নয় কিন্তু ভাই-মানুষের জন্য। এর আসল কথা হলো আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে সুন্দর কাজে ব্যবহার করা। যেমন যিশু বলেছেন- আমরা তা করবো নিজেদের জন্য নয় বরং অন্যের জন্য এবং তাদের প্রয়োজনে। তাই বলে নম্রতার অর্থ নিজেকে ছোট করা নয়, নিজেকে অস্বীকার করাও নয়। এর আরো গভীর এবং সুন্দর অর্থ হচ্ছে খ্রিস্টের মত হওয়া: কারণ আমি যে কোমল বিনম্র-হৃদয় আমি।

যিশুর কথা ও শিক্ষানুসারে আজকের বাণীর আলোকে আমরা যদি নম্র হই তাহলে কারো কাছে আমাদের নাম জারি করে বা আত্মপ্রচার করে সময়ক্ষেপন করতে হবে না। নম্রতা হলো মনের ও চরিত্রের ভূষণ ও অলংকার। সবচেয়ে ভাল ও সুন্দর পোশাক এবং অলংকার পরতে আমরা ভালবাসি, কারণ তা আমাদের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে। তেমনি নম্রতাও আমাদের মনের ও চরিত্রের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলে।

তাই আজকের এই পবিত্র খ্রিস্টযাগে প্রার্থনা করি যেন আমরা যিশুর মত নম্র হৃদয়ের মানুষ হতে পারি, ভালবাসার হৃদয় নিয়ে কাজ করি, আর তা করি কোন পুরস্কারের, প্রতিদানের আশায় নয়। ঈশ্বর আমাদের সকলকে সুন্দর নম্র হৃদয় দান করুন॥

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট

ছয় মাস মেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশ

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত **"মোবাইল টেকনিক্যাল স্কুলের (এমটিএস)"** ৬ মাস মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্সে বিভিন্ন ট্রেডে আগামী অক্টোবর ২০২২ হতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে। নিম্নে বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থীদের জরুরী ভিত্তিতে ৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১। প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তির যোগ্যতা

(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণী হতে এসএসসি (খ) বয়স সীমা : পুরুষ: ১৬-২২ বছর, মহিলা: ১৬ হতে ৩৫ বছর (বিধবা/ তালাক প্রাপ্তাদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য), (গ) বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত/অবিবাহিত (ঘ) পারিবারিক অবস্থা : অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র পরিবারের যুবক/যুব মহিলা (ঙ) অগ্রাধিকার ঃ কারিতাস সহযোগি দলের পরিবারের সদস্য/ পোষ্য, আদিবাসী/ উপজাতি, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা, গরীব-ভূমিহীন দরিদ্র ছেলেমেয়ে।

২। **বাছাই পদ্ধতি** : লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করা হবে।

৩। **প্রশিক্ষণ ও ভর্তি সম্পর্কিত তথ্য:**

যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়	(ক) অটো মেকানিক, (খ) ইলেকট্রিক হাউজ ওয়্যারিং এন্ড মটর রিওয়্যান্ডিং (গ) ইলেকট্রিক হাউজ ওয়্যারিং এন্ড ইনস্টলেশন (ঘ) ওয়েল্ডিং এন্ড স্টীল ফেব্রিকেশন (ঙ) ইলেকট্রনিক্স এন্ড মোবাইল ফোন সার্ভিসিং (চ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশন (ছ) টেইলারিং এন্ড ইন্ড্রাসট্রিয়াল সুইং (জ) টেইলারিং এন্ড এমব্রয়ডারী (ঝ) পোল্ট্রি রেয়ারিং এন্ড কাউ ফ্যাটেনিং (ঞ) বিউটিফিকেশন
কোর্সের মেয়াদঃ ৩ মাস ও ৬ মাস, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি: তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক, আবাসন সম্পর্কিত: অনাবাসিক, ভর্তি ফি ১০০/- টাকা, মাসিক টিউশন ফি ৭৫/-টাকা (অঞ্চল অনুসারে তারতম্য হতে পারে)।	

বিদ্রঃ ভর্তির ক্ষেত্রে সকল ট্রেড মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত।

৪। সাধারণ তথ্যাবলী ও যে সকল কাগজপত্র জমা দিতে হবে:

(ক) সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ নিজ হাতে লিখিত দরখাস্ত; (খ) ২ কপি সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি; (গ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের কপি; (ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরিকত্ব/ জাতীয় পরিচয়পত্র কপি/; (ঙ) কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের নৈতিকতা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়; (চ) সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রকেল্পের সনদপত্র এবং কোর্স শেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী বা কর্মসংস্থানের জন্য সহযোগিতা দেয়া হয়; (ছ) পাশকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত ফলোআপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়।

৫। **এলাকা ভিত্তিক আবেদন করার জন্য যোগোযোগের ঠিকানা :**

মোবাইল টেকনিক্যাল স্কুলের **ব্যাপারে যোগাযোগের ঠিকানা**

টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস বরিশাল অঞ্চল সাগরদি, বরিশাল -৮২০০ ফোন ঃ ০১৭১৯৯০৯৪৮৬	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস খুলনা অঞ্চল রূপসা ষ্ট্রান্ড রোড, খুলনা-৯১০০ ফোন : ০১৭১৮৪০৪৩৮২	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল মহিষবাথান, রাজশাহী -৬০০০ ফোন : ০১৭১৬৭৪৯৬৯৪	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস ঢাকা অঞ্চল ১/সি, ১/ডি, পল্লবী, মিরপুর, সেকশন-১২, ঢাকা-১২১৬ ফোন : ০১৯৫৫৫৯০৬৫৫
টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চল ১/ই,বায়েজিদ বোস্তামি রোড, পূর্ব নাসিরাবাদ চট্টগ্রাম, ফোন : ০১৮১৫০০০৫২২৮	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল ১৫, ক্যাথলিক পাদ্রী মিশন রোড, ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ ২২০০, ফোন : ০১৭১৮২৭১৭৩২	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল পশ্চিম শিবরামপুর, দিনাজপুর, ফোন : ০১৭১২৫৬৭৩৪৪	প্রজেক্ট ম্যানেজার কারিতাস কেন্দ্রীয় কার্যালয় ২, আউটার সার্কুলার রোড শান্তিবাগ, ঢাকা - ১২১৭ ফোন : ০১৯৫৫৫৯০০৯৪

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট – কারিগরি শিক্ষার সমদূত একটি দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প

বিজ্ঞ/২৩০/২২

আগস্ট মাসের জন্য পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের ব্যবসা

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি

এসো আমরা ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের ব্যবসাগুলোর জন্য প্রার্থনা করি: যাতে তারা বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটের মধ্যে, ব্যবসা করার এবং তাদের তৃণমূল সমাজকে সেবা করার জন্য পথ খুঁজে পায়।

বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় বড়ো বড়ো ব্যবসা-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। একমাত্র মুনাফা লাভের কারণে সেই প্রতিষ্ঠানগুলো আরো বড়ো হয়, ধনীরা আরো ধনী হয়। বিত্তবানরা ক্ষুদ্রদের সম্পদ কেড়ে নেয়। এ ধরনের ব্যবসা ব্যবস্থাপনায় ছোট ও ক্ষুদ্রদের ব্যবসা তেমন একটা স্থান পায়না।

বাংলাদেশে ইদানিং করোনা মহামারির কারণে, জীবন ও জীবিকা-নির্বাহের তাগিদে, অনেক ছোট ছোট ব্যবসা শুরু করা হয়েছে; নতুন নতুন উদ্যোক্তা, এমন কি নারী উদ্যোক্তারাও অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করেছে। এ উদ্যোগ খুবই শুভ লক্ষণ। নেতিবাচক পরিস্থিতি থেকে জাগ্রত হয়েছে অনেক গণমঙ্গলের চিন্তাধারা। এই গণমঙ্গলের উদ্ভাবন কোন সময়ই মহামারি চলাকালের মধ্যে সীমিত থাকতে পারেনা। মহামারি খুবই মারাত্মকভাবে শিখিয়ে দিয়েছে যে, অতীতের নীতির অযৌক্তিকতা- যা-কিছু বিশ্বকে করেছে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত; বর্তমানে প্রয়োজন নতুন পথের সন্ধান। পোপ মহোদয় তাই এ বিষয়ে প্রার্থনা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

ক্ষুদ্রব্যবসায়ীদের মধ্যে দেখা যায় সৃজনশীলতা, আত্ম-কর্মসংস্থান এবং স্থানীয় সমাজের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্য। ক্ষুদ্র-মাঝারি ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ও সংগঠনের ভার বোঝা খুবই কম। স্থানীয় সমাজের উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সম্পৃক্ত হচ্ছে এবং সরাসরি উক্ত কাজে অংশগ্রহণ করছে।

ক্ষুদ্রকে বলা হয় সুন্দর; আবার বলা হয় ক্ষুদ্র বেশ শক্তিশালী। এও শোনা যায়, "বড়ো বড়ো চিন্তা কর, আর ক্ষুদ্রাকারে শুরু কর"। যিশুও তো ক্ষুদ্র শিষ্যদলকে বললেন: "তোমরা জগতের লবণ", "তোমরা জগতের প্রদীপ"। ব্যবহারের দিক থেকে লবণের পরিমাণ ক্ষুদ্র ও আলোক জগতে প্রদীপ খুবই ক্ষুদ্র; যিশুর কথা অনুসারে ক্ষুদ্র সর্ষে দানাই তো একদিন বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতেও খুবই শক্তিশালী, সম্প্রসারণের অনেক সম্ভাবনাময় ক্ষমতা ধারণ করে।

আমরা গর্ব করে বলতে পারি যে, বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকে আমাদের দেশের ক্ষুদ্র খ্রিস্টান সমাজে সূচনা হয়েছিল ক্ষুদ্রের একটি বিরাট বিপ্লব ক্ষুদ্র সমবায় সমিতি, ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের সমষ্টি ও সমবায়, ক্ষুদ্র সম্পদের সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র সম্পদের সহভাগিতা। এই প্রচেষ্টা খ্রিস্টান সমাজের আর্থিক ও সামাজিক অবকাঠামো মজবুত করেছে এবং উন্নয়নের জন্য রেখেছে সর্বোত্তম অবদান।

বর্তমানে খ্রিস্টান সমাজের তৃণমূল স্তরে প্রতিটি গ্রাম-পল্লী পর্যায়ে রয়েছে ক্ষুদ্র সমিতিগুলোর অবস্থান। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতিগুলো তাদের ক্ষুদ্রত্ব হারিয়ে ফেলছে খুবই পরিকল্পিতভাবে, বৃহৎ হবার প্রতিযোগিতায় তারা নামছে, বড়ো বড়ো ব্যবসায় বিনিয়োগ করছে, ক্ষুদ্রের আমানত থেকে বিরাট পরিমাণে লোন নিয়ে বড়োরা ঋণখেলাপি হচ্ছে। তাছাড়া সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে সামাজিক চিত্তবিনোদন এবং যত অপরাধ ও অপচয়জনিত কাজে তা ব্যবহৃত হচ্ছে।

আমাদের এই ক্ষুদ্র সমিতিগুলো আবার ফিরে আসুক আদি প্রেরণায়। আমাদের এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যেন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে, নীতি প্রণয়ণ করে এবং শতকরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উৎপাদনশীল প্রকল্পে ঋণ প্রদান করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও যেন উৎপাদনশীল ব্যবসার জন্যই প্রথমত ঋণ গ্রহণ করে। ঋণ গ্রহণ করার লক্ষ্য হবে যেন আমাদেরকে ভবিষ্যৎ আর ঋণ করতে না হয়। ঋণগ্রস্ত হওয়ার জন্য ঋণ গ্রহণ করা সঠিক নয়। আর যদি তাই হয়, তাহলে সমবায় ও ঋণদান সমিতির গোড়ায় কুঠারাঘাত করা হবে।

নারী-পুরুষ সবাই মিলে, শুধু চাকরির সন্ধান না করে, স্বাবলম্বী ও সৃষ্টিশীল হয়ে, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং স্থানীয় সমাজের চাহিদা পূরণ করার উদ্দেশে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তরা যেন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের ব্যবসায় আত্মনিষ্ঠ হতে পারেন সেটাই হোক তাদের প্রচেষ্টা।

পোপ মহোদয় নিজেও, খ্রিস্টীয় ভাবনায় বর্তমান বৈশ্বিক ব্যবসা-বাণিজ্যিক কৃষ্টির মধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের ব্যবসাগুলোর প্রতি গুরুত্ব দিয়ে প্রার্থনার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন যেন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কাজ করা ও সমাজকে সেবা করার পথ খুঁজে পায়॥

২২তম মৃত্যুবার্ষিকী

স্তুতি বৃজেট গমেজ

জন্ম : ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ২২ আগস্ট, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

মোর একটি কুসুম
ক্ষণিকের ভুলে,
পাষাণ দেবতা
নিয়ে গেছে তুলে।
বাইশটি বছর পরে
আজো মনে পড়ে,
আছো তুমি সবার হৃদয় জুড়ে
আছো মনের গভীরে॥

অনেক অনেক আদর, ভালোবাসা ও চুমু

মা-বাবা: পল্লিকা ও আলেকজান্ডার গমেজ
ভাই বোন : ঐশী, অর্ঘ্য ও দ্যুতি গমেজ

বিজ্ঞ/২৩/২২

বিশেষ প্রতিবেদন

ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ে নিয়োজিত খ্রিস্টান ব্যক্তিদের যাপিত জীবন

প্রতিবেশী ডেস্ক : ক্ষুদ্র ব্যবসা হচ্ছে এমন এক ধরনের ব্যবসা, যেখানে অল্প পুঁজি ও শ্রমিক নিয়ে ব্যবসা গঠন ও পরিচালনা করা হয়ে। বর্তমান ব্যবসা জগতের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, বৃহৎ পুঁজি-ব্যবসা থেকে ক্ষুদ্র ব্যবসাতেই অনেক লাভ ও সুবিধা রয়েছে। মূলত ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোই দেশের অর্থনীতির প্রাণ। দেশের প্রায় নব্বই শতাংশ উদ্যোক্তা এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। বাকি দশভাগ হলো কর্পোরেট বা বড়মানের উদ্যোক্তা। ক্ষুদ্র বা মাঝারি ব্যবসায়ীদের বেশিরভাগই নিজেদের পকেট নয়তো কোন সংস্থা থেকে অল্প ঋণ নিয়ে শুরু করা হয়। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নেও ভূমিকা রাখছে। ঘরমুখো গৃহবধূ নিজের ক্ষমতাবলে দেশ-সমাজ ও পরিবারকে সমৃদ্ধ করছে আর নিজে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে হচ্ছে সংগ্রামী নারী। তারা জনগণের মাঝে অনুপ্রেরণা যোগায়, স্বাবলম্বী হওয়ার পথ দেখায় এবং আত্মনির্ভরশীল হতে নতুন ভাবে উৎসাহ যোগায়।

ইউরোপীয় ডাচ্ বণিক ভাস্কোদা গামা মূলত ব্যবসার খাতিরেই এই ভারতীয় ভূখণ্ডে এসেছিলেন। তাদের পরে ফরাসী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ এবং শেষে ইংরেজ বণিকেরা এসে প্রায় দুইশত বছর রাজত্ব করে এদেশের সব কিছু শোষণ করে নিয়ে যায়। বিদেশীদের হাত ধরেই প্রথমে হিন্দুরা তারপর মুসলমান বিত্তবানেরা ব্যবসায় নিয়োজিত হয়। এদেশের খ্রিস্টানগণ বেশীরভাগই নিম্নবিত্তের। ফলে বানিজ্যিক চিন্তা ভাবনা বা সামর্থ তাদের ছিল না। চাকরি করে সোজা পথে চলতেই সহজ-সরল খ্রিস্টানগণ পছন্দ করেন। স্বল্প আয়ের খ্রিস্টানগণ পারিপার্শ্বিক নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে ব্যবসায় লগ্নি করতে সাহস পেতো না। অনেকে আবার জীবনের শেষ সম্বল পুঁজিবাজারে লগ্নি করে সর্বশান্ত হয়েছে। তবে করোনা মহামারির কারণে, বেঁচে থাকার তাগিদে অনেক স্বল্প আয়ের মানুষ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। ফলে দিন দিন নতুন উদ্যোক্তাদের সাথে নারী উদ্যোক্তারও এগিয়ে আসছে।

অভাব-অনটন, ক্ষুধা-দারিদ্র্য আর বঞ্চনার গ্রাস থেকে বেরিয়ে এসে জীবন-জয়ের গল্পগুলো নিয়েই আজকের প্রতিবেদন। দৃঢ় মনোবল, অদম্য সাহস, সততা আর কর্মকে সঙ্গী করে জীবন যুদ্ধের কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা আজ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। আজ আমরা আমাদের খ্রিস্টান সমাজের এমন কিছু মানুষের কথা জানাবো যারা নিজের উদ্যোগে এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসার সাথে যুক্ত হয়েছে এবং আর্থিক ভাবেও উন্নতি করছে। তারা তাদের ব্যবসার মাধ্যমে অন্যদেরও সাহায্য করছে।

রোজলিমা রোজারিও
সফল নারী উদ্যোক্তা

পিত্রালয় বড় সাতানীপাড়া, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর। আমি পেশায় একজন শিক্ষিকা। এনজিও দ্বারা পরিচালিত একটি স্কুলে ১৫ বছর শিক্ষকতা করেছি। কিন্তু করোনা মহামারির কারণে ডোনেশন স্বল্পতার কারণে স্কুলটি বন্ধ করতে বাধ্য হয়। হঠাৎ চাকরি হারিয়ে

বিহ্বল হয়ে পড়ি এবং ধীরে ধীরে হতাশায় নিমজ্জিত হতে থাকি। সেই সময় আমি যে নতুন করে কোথাও চাকরির খোঁজ করব সেই অবস্থা ছিল না। কারণ চারিদিকে তখন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ায় মানুষ চাকরি হারাচ্ছিল, কারও বেতন অর্ধেকে দাঁড়িয়েছিল, কেউ কেউ তো বেতনই পাচ্ছিল না। অনুভব করলাম, আমার কিছু একটা করা প্রয়োজন। সেই তাগিদেই আমি ১১ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করি। শাড়ির কাঁথাকে আমার ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে নির্বাচন করি। এতে আমারও একটি কর্মসংস্থান হয় পাশাপাশি গ্রামের কিছু নারীদেরও একটি কাজের সংস্থান হয়। গ্রামের নারীদের দিয়ে কাঁথা সেলাই করে অনলাইনে আমার কাঁথা বিক্রি করি। এছাড়া আমি নকশী কাঁথা বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করি এবং সেগুলোও অনলাইনের মাধ্যমে বিক্রি করে থাকি।

শাড়ির কাঁথাকে ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে তুলে ধরার জন্য আমাকে প্রচুর লেখালেখি করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। কারণ অনলাইন ব্যবসা কনটেন্ট লেখার মাধ্যমেই প্রচার-প্রচারণা চালাতে হয়। এজন্য প্রচুর পড়াশোনা করতে হচ্ছে নতুন নতুন কনটেন্ট লিখতে হচ্ছে এবং প্রচুর সময় দিতে হচ্ছে। এ দুই বছরে প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে শাড়ির কাঁথাকে একটি ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করতে পেরেছি। তাই এই পণ্যের একটি সুন্দর সম্ভাবনা আছে। তবে চ্যালেঞ্জিং-এর বিষয়টি হচ্ছে পণ্যের উপকরণের উৎস, কর্মীদের মজুরি ও মানুষের ক্রয় ক্ষমতার সামর্থ্যের বিষয়টি। সব পণ্যের ন্যায় দিন দিন শাড়ি, সুতা, পরিবহন খরচ বাড়ছে। তারপর কাঁথার ভিতর আমি পুরাতন শাড়ি ব্যবহার করি। আমি পুরাতন শাড়ি যোগাড় করি গ্রাম থেকে। কিন্তু বর্তমানে গ্রামের নারীরা আগের মতো ঘরে শাড়ি পরে না। তাই পুরাতন শাড়ি সংগ্রহটা ভীষণ কঠিন হয়ে পড়ছে। আর যেহেতু সবকিছুর দাম বেড়ে যাচ্ছে তাই কর্মীগণও মজুরি বাড়িয়ে দিতে বলে। সবকিছু বিবেচনা করে যদি আমি কাঁথার দাম বাড়িয়ে দেই তাহলে কাঁথা আমার বিক্রি করা সম্ভব হবে না। কারণ সবকিছুর দাম বাড়ার ফলে কিন্তু মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। জিনিসের দাম বাড়লেও মানুষের আয় তো বাড়ছে না। তাই প্রতিনিয়ত আমাকে এ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আর পারিবারিক জীবনে এর নেতিবাচক প্রভাব আমি তেমন দেখতে পাচ্ছি না। যেহেতু আমি অনলাইনে মার্কেটিং করছি তাই ৯০% ভাগ কাজই আমি ঘরে বসে করতে পারছি। সংসার দেখা-শোনার পাশাপাশি আমি এ কাজটি করতে পারছি। আর গ্রামের যেসব নারীরা কাঁথা সেলাই করছে তারাও তাদের সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসর সময়ে কাজটি করছে। অবসর সময়ে তারা তাদের পরিবারের জন্য বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করছে।

নিজের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজস্ব যে খরচ তার ব্যয় বহন করতে পারছি। আমার নিজের খরচের জন্য আমার স্বামীর শরণাপন্ন হতে হচ্ছে না। ফলে পারিবারিক আয়ের সাশ্রয় হচ্ছে। সমাজে নিজের একটি পরিচয় তৈরি হয়েছে। মানসিকভাবে ও অর্থনৈতিকভাবে ভালো আছি। এছাড়া গ্রামের যেসব নারীরা কাঁথা সেলাই করছে তারাও তাদের দারিদ্রতা কিছুটা হলেও দূর করতে পেরেছে। তারা তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত খরচগুলো নিজেরা বহন করছে এবং ছেলে-মেয়েদের ছোটখাটো চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারছে। পরিবার ভালোভাবে পরিচালনার পাশাপাশি তাদের একটি আয়েরও সুব্যবস্থা হয়েছে কাঁথা সেলাইয়ের মাধ্যমে। ঈশ্বর আমাকে যে জ্ঞান, মেধা, বিচক্ষণতা দান করেছে সেগুলোর সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে আমি যেমন নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে অর্থনৈতিকভাবে ও মানসিকভাবে উপকৃত হচ্ছি, তেমনি আমার সাথে যুক্ত কর্মীগণও একইভাবে উপকৃত হচ্ছে এবং যারা ক্রেতা তারাও তাদের পণ্যের চাহিদাটা মেটাতে পারছে। ফলে নিজের, পরিবার ও সামাজিক জীবনমানের উন্নয়ন ঘটছে। আর এভাবেই আমি খ্রিস্টীয় সেবা তথা মানবসেবা দিয়ে যাচ্ছি।

স্বপন লিও কস্তা
ব্রয়লার মুরগী ব্যবসায়ী

আমি গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার দড়িপাড়া ধর্মপল্লীর একজন খ্রিস্টভক্ত। জীবিকা নির্বাহ বলতে আমার একটি নিজস্য পোল্ট্রি ফার্ম রয়েছে। ২২ বছর পূর্বে পারিবারিক সূত্রে আমি দড়িপাড়া ধর্মপল্লীর অন্তর্ভুক্ত হই। নতুন পরিবেশ, নতুন পরিস্থিতিতে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে হিমশিম খেতে হচ্ছিল। নতুন জায়গায় পরিবারকে একা রেখে

চাকরিতে যাওয়ার ভরসাও পাচ্ছিলাম না। এমন প্রতিকুল পরিস্থিতিতে আমার স্কুলের সহপাঠী আমাকে মুরগীর খামার করার পরামর্শ দেয়। সে নিজেও এ পেশায় নিয়োজিত থাকায় নানান পরিস্থিতিতে আমাকে সাহায্য করার আশ্বাস দেয়। আর কোনো বিকল্প উপায় না পেয়ে বন্ধুর সহযোগিতায় মুরগীর খামার করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। ছোট পরিসরে ২০০ মুরগী পালনের মধ্যদিয়ে আমার ব্যবসায় জীবন শুরু করি। গত ২১ বছর যাবৎ আমি এই ব্যবসার সাথে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছি। এ ফার্মে দ্বি-মসিক ১৫০০-১৮০০ ব্রয়লার মুরগী বাজারজাতকরনের জন্য প্রস্তুত করে থাকি।

সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ, বাজার ব্যবস্থা অনুকূলে না থাকায় ব্যবসায় বিরাট অংকের লোকসানের সম্মুখীন হতে হয়। তাছাড়া রোগ-বালাই তো আছেই। এ পরিস্থিতিতে একদিকে যেমন সংসার খরচ সামলানো কষ্ট হয়ে পড়ে অন্যদিকে এত পরিশ্রমের পরেও এমন ক্ষতির শিকার হলে ব্যবসায়ের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে যায়। আবার কখনও কখনও পরিবেশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে ব্যবসায়ে বেশ লাভবান হই। ব্যবসায় আরও উন্নতি হয়, ফলে ব্যবসায় আরো মনোনিবেশ করতে পারি। আমার এ ক্ষুদ্র ব্যবসায় যতটুকু সাফল্য তার পেছনে রয়েছে আমার পরিবার। তারা কখনও আমাকে বা আমার ব্যবসাকে অবহেলা করেনি। দিন-রাত সর্বক্ষণ আমাকে কাজে সহায়তা করেছে। মানসিকভাবে শক্তি ও সাহস দিয়ে গেছে যেকোনো খারাপ পরিস্থিতিতে। পরিবারের সহায়তা না থাকলে হয়তো আজকের এই অবস্থানে থাকতে পারতাম না। তবে আর্থিক সংকটে কখনও কখনও নিজেদের মধ্যে মনোমলিন্য সৃষ্টি হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেটা আমার ব্যবসায়ে প্রভাব পড়েনি।

আমার পুরো পরিবার টিকে আছে এই ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করে। পরিবারের যাবতীয় চাহিদা ও প্রয়োজন আমার এই ব্যবসায় থেকেই যোগাড় করতে হয়। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন সদস্য হয়ে আমি যথেষ্ট চেষ্টা করেছি আমার পরিবারের চাহিদা পূরণ করার। সন্তানদের বড় করেছি, ভালো স্কুল-কলেজে লেখা-পড়া করিয়েছি, উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড় করেছি আমার এই ব্যবসায়ের দ্বারা। পরিবারের ভবিষ্যৎ আরও সুন্দর করতে সন্তানদের আগামী দিনের জন্য চিন্তা করে কিছু কিছু সঞ্চয়ও করেছি নিজের সামর্থ মতো। আমার এ ক্ষুদ্র ব্যবসার মধ্যদিয়ে শুধু আমি ও আমার পরিবার উপকৃত হচ্ছি না বরং সেই সাথে সমাজও লাভবান হচ্ছে। আমি মনে করি, আমার এ মেধা ও পরিশ্রম খ্রিস্টীয় সেবার একটি অংশ।

অর্না কস্তা
নারী উদ্যোক্তা

তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর পিপ্রাশৈর গ্রামে আমার বাড়ি। আমি বিবিএ ২য় বর্ষের একজন শিক্ষার্থী। লেখাপড়ার পাশাপাশি একটি ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করি। কাঠমল্লিকা নামে একটি অনলাইন পেইজের মধ্যেদিয়ে আমার সৃষ্টিশীল জ্ঞান দিয়ে মেয়েদের শখের সামগ্রী যোগান দিচ্ছি। কাঠ দিয়ে তৈরি গহনা ও রং তুলির ছোয়াঁতে দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলাই আমার লক্ষে। গয়নাগুলোর মধ্যে রয়েছে মেয়েদের গলার হার, কানের দুল, খোপার কাটা, চাবির রিং ইত্যাদি। এই সব জিনিস আমি অনলাইন এবং সরাসরি মানুষের নিকট বিক্রি করে থাকি। আমি বিগত এক বছর যাবৎ এই কাজের সাথে যুক্ত আছি।

২০২০ খ্রিস্টাব্দে করোনায় লকডাউনের সময় একঘেয়েমি কাটাতে এবং পড়াশুনার পাশাপাশি নিজে কিছু করার তীব্র ইচ্ছেশক্তি ও পরিবারের সবার অনুপ্রেরণা আমাকে ব্যবসা শুরু করতে সহায়তা করেছে। আমি আনন্দিত যে, আমিও চেষ্টা করে একটি কাজ করতে পারছি এবং এই ব্যবসা থেকে কিছুটা হলেও আয় করতে পারছি। তাছাড়া অনেকের কাছে পরিচিতি পেয়েছি এবং নিজেও অনেকের সাথে পরিচিত হতে পারছি যা আমার বড় প্রাপ্তি বলে মনে করি। যেহেতু ব্যবসাটি ছোট এবং আমি একা সবকিছুর দেখা-শোনা করি তাই আমার জন্য এটি কষ্টকরও। নিজেই নিজের আত্ম-কর্মসংস্থান করতে পারছি বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই ও অন্যদেরও উৎসাহিত করি। আমার এ পদক্ষেপে পারিবার এবং অনেকের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা ও সমর্থন পেয়েছি।

আমি আগেই বলেছি আমার ব্যবসায় একটি ক্ষুদ্র ব্যবসা তাই এই ব্যবসা থেকে আমি তেমন আয় করতে পারি না। তবুও যা আয় করতে পারি তা আমার জন্য যথেষ্ট এবং মাঝে মধ্যে পরিবারের ছোট-খাটো চাহিদা মেটাতেও যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। সৃষ্টি সর্বদা ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করে। তাই আমার সৃজনশীল সৃষ্টির মধ্যদিয়ে মানুষের মাঝে খ্রিস্টীয় সেবা করছি বলে আমি মনে করি।

মাইকেল রোজারিও
মুদি ব্যবসায়ী

পেশায় আমি একজন খ্রিস্টান মুদি ব্যবসায়ী। নাগরী ধর্মপল্লীর ছাইতান গ্রামে আমার বাড়ি। দীর্ঘ ৩০ বৎসর যাবৎ এই ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে আমি যুক্ত আছি। গ্রামে প্রবেশ পথেই আমার এই দোকানটি গড়ে তুলেছি।

বিভিন্ন ধরনের দৈনিক ব্যবহৃত পণ্য দ্রব্যাদি বিক্রি করা হয় এখানে। দোকানের পাশাপাশি আমি মুরগীর ব্যবসা, ছাগল পালন, সিলিন্ডার গ্যাসের ব্যবসা ও সেই সাথে কৃষি কাজও করে থাকি।

আমার পরিবার পুরোটাই এই দোকানের উপর নির্ভরশীল। এই ব্যবসায় যেমন লাভ আছে তেমনি অনেক সময় ক্ষতির মুখও দেখতে হয়। আবার অনেক সময় বাকিতে নিয়ে মানুষ টাকা অনেক দেরীতে দেয়। এর ফলে মাঝে মধ্যে আর্থিক দিক থেকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পারিবারিক দিক থেকে আমি খুবই সাহায্য সহযোগিতা পেয়ে থাকি। পরিবারের অন্যরাও আমার এ ক্ষুদ্র ব্যবসা দেখাশুনা করে। যেহেতু এই ব্যবসাই আমাদের চলার পথ এবং আয়ের উৎস সেহেতু এটি আমাদের জীবন মান উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। আমাদের দৈনন্দিন চাহিদার পুরোটাই এই উৎস হতে আসে। আমার পরিবারের অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা এই সকল খরচ আমরা পাই এই ব্যবসা থেকে। আর যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে যা প্রয়োজন তার যোগানও আমরা অনেক সময় এই ব্যবসায় থেকে পাই।

আমি মনে করি, আমি এই ব্যবসার মধ্যদিয়ে মানুষকে খ্রিস্টীয় সেবা প্রদান করে যাচ্ছি। বিভিন্ন সময় মানুষের কাছে অল্পদামে আমার পণ্য বিক্রি করে থাকি। তাছাড়া আমি মানুষের বাড়ি গিয়েও তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য দিয়ে আসি যার জন্য আমি বারতি কোন টাকা নেই না। অনেক সময় দোকান বন্ধ থাকা সত্বেও মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে দোকান খুলে তাকে সাহায্য করি। আবার অনেক সময় অপরিচিত মানুষ এসে কারো বাড়ি বা জায়গা সম্পর্কে জানতে চাইলে তাকে যতটুকু পারি সাহায্য করি।

জোনাকি ডলোরেজ পেরেরা
নারী উদ্যোক্তা

গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার নাগরী ধর্মপল্লীর আড়াবান্দাখোলা গ্রামে আমার বাড়ি। পেশায় আমি একজন গৃহিনী হলেও পাশাপাশি অবসর সময়কে কাজে লাগিয়ে একটি ক্ষুদ্র হস্তশিল্প ব্যবসা শুরু করেছি। করোনাকালে আমার মাকে হারিয়েছি। আমার মা শৌখিন ভাবেই

এসব উলের তৈরি বিভিন্ন জিনিস বুনতেন। তখন তার তৈরি জিনিস গুলো দেখে, অনুপ্রাণিত হয়ে আমিও ২০২০ খ্রিস্টাব্দের লকডাউনের সময় উলের সুতা দিয়ে সোয়েটার, মাফলার, টুপি, হেড ব্যান্ড, টেবিল ম্যাট, ক্যানডেল হোল্ডার তৈরির মধ্যেদিয়ে আমার ব্যবসা শুরু করি। পরবর্তীতে আমি অনলাইনে বিভিন্ন ভিডিও দেখে আমার হাতের কাজগুলোকে আরও উন্নত মানের ও আকর্ষণীয় করে গড়ে তুলি এবং তা অনলাইনে ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ও সরাসরি মানুষের কাছে বিক্রি শুরু করি।

আমি হস্তশিল্পটিকে এখনও বড় পরিসরে গড়ে তুলতে পারিনি। কখনো কখনো পণ্যের মানসম্মত মূল্য না পেলেও মানুষের সাথে পরিচিত হয়েছি, শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে পরামর্শ পেয়েছি। নিজ উদ্যোগে ব্যবসাটি শুরু করায় প্রথমে পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে সমর্থন না পেলেও পরবর্তিতে পূর্ণ সমর্থন পেয়েছি। হস্তশিল্প আমাকে আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করেছে। নিজের উপার্জিত অর্থে আমার ও পরিবারের সদ্যদের চাহিদা ও শখ পূরণে সক্ষম হচ্ছি। যারা আর্থিকভাবে অসচ্ছল তাদের কাছে সল্পমূল্যে পণ্যগুলো বিক্রি করি এতে করে তারাও আমার পণ্যগুলো তাদের প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে পারে। এছাড়াও অনেক সময় বাকিতেও পণ্যগুলো বিক্রি করে থাকি। একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে আমি মনে করি, আমার হস্তশিল্প ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও আমি এর মধ্যদিয়ে খ্রিস্টীয় সেবা করতে পারছি।

মহিমা দফো
ক্ষুদ্র মুদি ব্যবসায়ী

আমি একজন রোমান কাথলিক পরিবারের সন্তান। জন্মস্থান নিজপাড়া, শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী থানায়। পরিবারে ছেলে-মেয়ে নিয়ে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে চাকরীর পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসাটি বেছে নিয়েছি। এই ক্ষুদ্র ব্যবসাটি থাকলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা যখন তখন সমাধান করা যায়। পিতা

হারা সন্তানদের আমি একাই দেখাশুনা করি। আমার ১ ছেলে ও ২ মেয়ে, এদের নিয়েই আমার জীবন। সন্তানদের লেখা-পড়ার খরচ বহন করা আমার একার পক্ষে খুবই কষ্টকর। জীবনে বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আমি এ পর্যন্ত এসেছি। তবে আমার দুঃসময়ের সময় ফাদার ফ্রাংক সিএসসি আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছেন। ঈশ্বরের আশীর্বাদে ও উনার জন্যেই আমি এ পর্যন্ত সফলতা পেয়েছি। শুধু উনিই নয় মাদার তেরেসা সিস্টারগণ, এসএমআরএ সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ এবং হলিক্রস সিস্টারগণও আমাকে সাহায্য করেছেন।

ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ সুন্দর করে গড়ে তুলতে এবং নিজেকে স্বাবলম্বী করতে করোনার আগেই আমার ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করি। এখানে চেপা, শুটকি, মশলা জাতীয় দ্রব্যাদি বিক্রি করা হয়। আমার সংসার পরিচালিত হয় এই ব্যবসা থেকেই। ছেলে-মেয়েদের চাহিদার যোগান আসে এ ব্যবসা থেকে। আমার ব্যবসাটি এখনো বড় করতে পারিনি। তবুও আমি যতটুকু পারি মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করার চেষ্টা করি। অভাবী যারা তাদের কাছে পণ্য কিছু কম দামে অথবা বাকিতে বিক্রি করি। তারা তাদের সুবিধা মত টাকা দিয়ে যায়। এতে আমার মাঝে মধ্যে একটু অসুবিধায় পড়তে হয়। কিন্তু অন্য কারো সুবিধার জন্য এটা তেমন কিছু না। অনেক সময় আমি মানুষের বাসায় পণ্য দিয়ে আসি। এভাবেই আমি আমার ব্যবসার মাধ্যমে খ্রিস্টীয় সেবা দেওয়ার চেষ্টা করি।

লরেন্স টি ডি'ক্রুজ
খ্রিস্টান ঔষধ ব্যবসায়ী

পেশায় আমি একজন ঔষধ ব্যবসায়ী। আমি যখন ৭ম শ্রেণীতে পড়ি তখন প্রতিবেশী অফিসের মোড়ে বাবা এবং কাকার "নিস্তারিনী" নামে একটি ঔষধের দোকান ছিল। ছোটবেলায় বাবার কাছে আমার ব্যবসার হাতে খড়ি। বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমি ব্যবসায়ে দক্ষতা অর্জন করি। ডিগ্রী অধ্যায়নরত অবস্থায় ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে বাবা মারা যায়। অতপর দুই হাজার টাকা অগ্রীম এবং পাঁচশত টাকা ভাড়ায় আমি মিডফোর্ড এ পাইকারী দোকান শুরু করি। খ্রিস্টান কো-অপারোটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন থেকে ঋণ নিয়ে আমার ব্যবসা শুরু করি। যেহেতু ঔষধ কোম্পানীর সাথে আমার ভাল সম্পর্ক ছিল তাই উনারা বাকীতে এক মাসের জন্য ঔষধ দিত। পরবর্তিতে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে ন্যাশনাল হাসপাতালের পাশে

সেন্ট মেরীস ফার্মেসী নামে দোকান আরম্ভ করি এবং আজ ৩৩ বছর যাবৎ এ ব্যবসা করে পরিবারের চাহিতা পূরণ করার চেষ্টা করছি।

২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রায় ১৪ ঘন্টাই আমি কর্মস্থলে ব্যস্ত থাকি। সবকিছু

আমার জীবন সঙ্গিনী মারীয়া ডি'ক্রুজ সামাল দেয়। আমি তার কাছে চির কৃতজ্ঞ। বাবার মৃত্যুতে পরিবার পরিচালনার জন্য বড় ভাই আন্তনী ডি'ক্রুজকে সহায়তা করা এবং ভাই-বোন ও মার প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করছি। এছাড়া সমাজের একজন হয়ে সমাজের প্রতি আমার দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে সর্বদা নিজেকে সচেষ্ট রাখছি।

চিত্রা রোজারিও
ঔষধ ব্যবসায়ী

আমার বাড়ী টঙ্গীর পাগাড় ধর্মপল্লীতে। আমি দীর্ঘদিন এনজিও দ্বারা পরিচালিত "সূর্যের হাসি" ক্লিনিকে প্রায় বিশ বছর স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে নিয়োজিত ছিলাম। সেখান থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে

লাগিয়ে আমার দীর্ঘ দিনের স্বপ্নকে একটি সেবামূলক ব্যবসা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করি। আমার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের জন্য ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে আমি আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি চালু করি। এখানে প্রায় সকল ধরনের দেশী বিদেশী ঔষধ, শিশুদের দুধ, স্যানীটারি প্যাড ও সার্জিকেল জিনিস বিক্রয় করে থাকি। তাছাড়া এর পাশাপাশি আমি স্বাস্থ্য বিষয়ক পারামর্শও প্রদান করে থাকি। বর্তমানে আমার "রোগ নিরাময়-১" ও "রোগ নিরাময়-২" নামে দুইটি ফার্মেসী রয়েছে। এই ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার জন্য ড্রাগ লাইসেন্স ও ট্রেড লাইসেন্স এর অত্যবশ্যক ছিল। আমি কষ্ট হলেও অনেক পরিশ্রম করে সকল কিছু ঈশ্বরের আশীর্বাদে করতে সক্ষম হই এবং সফলভাবে ব্যবসা পরিচালনা করি। আমাদের এলাকাতে ঐ সময় ভালোমানের কোন ফার্মেসী এবং স্বাস্থ্যকর্মীর সংকট ছিল। যেহেতু চাকুরির সুবাদে স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান কিছুটা আমার ছিল তাই আমি নিজে নিজেই উদ্যোগ গ্রহণ করি একটি ফার্মেসী প্রতিষ্ঠা করি। যার মাধ্যমে আমি এলাকার মানুষকে কিছুটা সেবার পাশাপাশি নিজেরও কর্মসংস্থান করতে পারছি। আর এই স্বাস্থ্য সেবার বিষয়টি আমাকে এই ব্যবসায় নিয়োজিত হতে সাহায্য করে।

যেহেতু আমি একজন নারী তাই পারিবারিক জীবনে কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব পড়লেও আমার পরিবারের সদস্যদের পারস্পারিক সহযোগিতা ও সহভাগিতার কারণে তেমন কোনও প্রভাব পড়েনি। আমার পরিবারের সকলে আমাকে সর্বদা সমর্থন ও সহযোগিতা করেছেন ব্যবসা করার জন্য। তাছাড়া যেহেতু আমার নিজ ব্যবসা তাই ব্যবসার ফাঁকে আমিও আমার সংসারের টুকিটাকি সকল কাজ দেখাশুনা করতে পেরেছি। আমি আমার নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমার আয় উপার্জন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমি নিজে স্বনির্ভর হয়েছি আর পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পেরেছি। যেহেতু আমার আয় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে আমি বিভিন্ন সামাজিক কাজে অনুদানেও অংশগ্রহণ করতে পারছি ফলে, আমার একটি সামাজিক অবস্থানও তৈরি হয়েছে এ ব্যবসার কারণে। আর এই ব্যবসার দরুন আমার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সাধন হয়েছে।

আমি আমার ব্যবসাটি শুধুমাত্র লাভের আশায়ই পরিচালনা করিনা বরং সবসমময় কিভাবে মানুষের উপকার করা যায় সেই দিকটি দেখার ও ভাবার চেষ্টা করি। গরীব ও অসহায় ক্রেতাদেরকে অল্প লাভে পণ্য দিয়ে থাকি এমনকি সম্ভব হলে দুস্থ মানুষকে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় পণ্য দিয়ে থাকি। আর এভাবে আমি আমার সামর্থ অনুযায়ী মানুষকে সেবা ও সহযোগিতার মাধ্যমে আমার কাজ ও ব্যবসার দ্বারা খ্রিস্টীয় সেবা প্রদান করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

যে কোন ধরনের ব্যবসা মানুষের জীবনে সাফল্য এনে দিতে পারে। হোক সে ক্ষুদ্র বা মাঝারি। কোন ব্যবসাকেই ছোট করে দেখা উচিত নয়। সকল ধরনের ব্যবসায়ীদের আমাদের সম্মান করা উচিৎ এবং সহযোগিতা করা প্রয়োজন। নিজেদের কর্মসংস্থান নিজেদেরই করা যায়, ক্ষুদ্র-মাঝারি ব্যবসা করে। বর্তমান পৃথিবীতে এটাই বাস্তবতা। সামর্থ নেই, পুঁজি নেই তাতে কী? আমরা যেন নিজের পরিশ্রম ও যোগ্যতায় ক্ষুদ্র ব্যবসার মধ্যদিয়ে স্বাবলম্বী হই, সমাজকে সমৃদ্ধ করি।

ভেন্ডর তালিকাভুক্ত করণের বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা এর **"প্রিন্টিং কাজ ও প্রিন্টিং মালামাল সরবরাহকারী** হিসাবে" ভেন্ডর তালিকাভুক্ত হতে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানকে আগামী ৫/০৯/২০২২ এর মধ্যে প্রধান কার্যালয় হতে আবেদনপত্র সংগ্রহ করে তা জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
১৭৩/১/এ পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ ।
বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন
http://www.cccul.com/wp-content/uploads/2022/08/Circular-for-Vendor-Enlistment.pdf

বিজ্ঞ/২৩৪/২২

অবহেলিত অদম্য কিছু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মানুষের গল্পকথা

সুনীল পেরেরা

জীবন সংগ্রামী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সুব্রত'র পরিবার

একজন জীবন যোদ্ধার নাম সুব্রত। এলাকার অল্প কয়েকজন নিকট আত্মীয় আর আপনজন ছাড়া আর কেউ জানেনা, চিনে না এ নামের মানুষটিকে। সুব্রত বাক-প্রতিবন্ধী সেই জন্ম থেকে। তার তিনটি মেয়ের মধ্যে একটি মেয়ে তারই মত প্রতিবন্ধী। মেয়েটি বর্তমানে কোরিয়ান সিস্টারদের

আশ্রমে লালিত পালিত হচ্ছে। বাকি দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছে। সুব্রতর স্ত্রীর নাম অঞ্জলী। সে জেনে শুনেই এই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিয়ে করেছে। গরীব ঘরের মেয়ে। বাবা-মা বয়স্কা মেয়েকে সংসার থেকে বিদায় করতে পারলেই যেন বাঁচে। অবস্থা বুঝে অঞ্জলী আর আপত্তি করতে পারেনি। রাত-দিন ইশারায় চলে বোবা স্বামীর সাথে আলাপন। সুব্রত বোবা বলে সেই জন্মের পর থেকেই নামটি তার বোবা হয়ে যায়। সুব্রত নামটি হারিয়ে যায় চরম তুচ্ছতায়। একেতে গরীব, জমি-জমা বলতে তেমন কিছু নেই। সংসারে শুধু নাই নাই অবস্থা। সুব্রত বোবা বলে মানুষ তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, কাজেও নিতে চায় না। কথা বলতে গেলে সে যা বলে অন্যেরা বুঝতে পারে না আবার অন্যেরা যা বলে সে সেটা বুঝে না। এভাবেই চলছিল তার দিন-রাত্রি। পরিণত বয়স যখন, তখন বিয়ে করার শখ সবার মনেই জাগে। এমনি করেই দরিদ্র অঞ্জলীর সাথে তার বিয়ে হয়ে যায়। অঞ্জলী বিয়ের আগে হয়তো বুঝতে পারেনি যে, একজন বোবা মানুষের সাথে সংসার করা কত কঠিন। সব কিছুই ইশারায় বলতে হয়। বোবাকে ঠিক মত বুঝাতে না পারলেই চিৎকার শুরু করে দেয়। বোবারা একবার রাগলে ক্রমাগত চিল্লাচিল্লি করতেই থাকে।

বিয়ের পর সংসার বাড়ে, অভাবের মাঝে কষ্টও তাড়া করতে থাকে। দিনে দিনে পতনের দিকে গড়িয়ে যায় তাদের জীবন-যাত্রা। ঘরে এক মুঠো চাল না থাকলে যা হয়। সন্তানের দিকে তাকিয়ে বাঁচার তাগিদে অন্ধকারের দিকে হাত বাড়ায়। শেষ পর্যন্ত নানা জনের সহায়তায় মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দু'জন আবার নতুন করে বাঁচার অনুপ্রেরণা পায়। অনুপ্রেরণা দিয়েছেন ফাদার, সিস্টার আর কিছু সুধীজন। আশেপাশের অনেকেই তাদের উপর বিরূপ। তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত শ্রদ্ধেয় ফাদার আবেল রোজারিও'র সহায়তায় কারিতাস একটা টিনের ঘর তৈরি করে দেয়। বোবা স্বামীকে অনেকেই কাজ দিতে চায়না। অঞ্জলী বুঝতে সক্ষম হয় যে, এবার সংসারের হাল তার নিজের হাতেই তুলে নিতে হবে। সে 'জাগরণী'র সদস্য হয়ে পাটের কাজ করতে থাকে। তার মূল সমস্যা পুঁজি। পুঁজির অভাবে বারবার পথ চলা থেমে যায়। যা আয় হয় নানা রোগ-বালাই হলে একবারে পুঁজিসহ শেষ হয়ে যায়।

এভাবেই পথ চলতে চলতে অনেক মানুষের সাথে তার পরিচয়ও হয়। স্থানীয় প্রশাসনের কাছে সহায়তা চেয়েও টাকার জন্য কিছুই করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত অঞ্জলী এলাকার বাড়ি বাড়ি ঘুরে কলা কিনে তা বাজারে বিক্রি করতে শুরু করে। বেশী লাভের আশায় দূরবর্তী জামালপুর থেকে আরও কম দামে কলা কিনে নাগরী বাজারে বিক্রি করতে থাকে। অনাহারে, অর্ধাহারে অপুষ্টিতে তার কিডনীতে সমস্যা দেখা দেয়। চিকিৎসা করতে গিয়ে আবার পুঁজি খেয়ে ফেলে। বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে এবং ঋণদান সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে কিডনীর চিকিৎসা করে। কলার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। তবু অঞ্জলী থেমে থাকেনি। এবার স্থায়ী কোন ব্যবসার চিন্তা আসে মনে। চড়াখোলায় "স্বর্গোন্নীতা মারীয়া'র নামে একটা নতুন গির্জা নির্মাণ করা হচ্ছে। চড়াখোলা গ্রামটি তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর দ্বিতীয় বৃহত্তর গ্রাম। এ গায়ে প্রায় আড়াই হাজারের উপর খ্রিস্টভক্তের বসবাস। এই গির্জার পাশেই বেরিবাঁধ যা পানি উন্নয়ন বোর্ড নির্মাণ করেছেন। এই বাঁধের পাশেই অঞ্জলী একটি টোন দোকান নির্মাণ করে। বাঁধের উপরে কাঠের বেঞ্চ। খাল পাড় হওয়ার জন্য ছোট্ট বাঁশের সাঁকো নির্মাণ করে দিয়েছে সুব্রত। গির্জার নির্মাণ শ্রমিকরা সব সময় তার দোকান থেকেই মালামাল ক্রয় করে। গির্জার কাজ যত এগুচ্ছে সুব্রতর দোকানে মানুষের আগমন ততই বাড়ছে। পুঁজির অভাবে শুধু পান-সিগারেট, চা, চিপস আর কিছু মুদি দোকানের মালামাল। পাশাপাশি টাকা হাতে পেলেই অঞ্জলী কলার ব্যবসা শুরু করে। সমস্যা হলো কিছু কিছু পরিচিত লোক সুব্রতর সরলতায় চা-পান-সিগারেট বাকিতে নিয়ে আর ফেরৎ দেয়না। দোকান চালুর পরে বিদ্যুতের লাইন আনতে গিয়ে অঞ্জলী বুঝতে পেরেছে গরীব বলে কেউ সহায়তা করতে চায় না। শেষ পর্যন্ত ৩৫০০০ হাজার টাকা দিয়ে বড় রাস্তা থেকে চারটি খুঁটি দিয়ে দোকানে লাইন আনে। এখন দু'জনেই দোকানে বসে পালা ক্রমে। অঞ্জলী মালামাল কিনে আনে বাজার থেকে। সুব্রতই বেচাকেনা করে।

দিনে চার-পাঁচশত টাকা বিক্রি হয়। ছোট দোকান বলে ক্রেতারা অনেকেই বড় দোকানে চলে যায়। অনেকে বাকিতেও পান-সিগারেট খায়। সব্রতর অভিযোগ অনেকেই পাওনা টাকা সময়মত ফেরৎ দেয় না।

সুব্রত বোবা বলে সরকারি সাহায্য পায় অল্প। তাদের শেষ ভরসা এই দোকান। গির্জার কাজ সম্পন্ন হলে বেচাকেনা আরও বাড়বে সেই প্রত্যাশায় এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পরিবার বাঁধের কিনারে সুখের দিন গুনছে। তাদের ইচ্ছা দোকান আরও বড় করবে যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। পথ-চলতি মানুষ এই খোলা প্রান্তরে শ্রাবণের খররোদে একটুক্ষণের জন্য হলেও বসে যায়। সুব্রতর সাথে হাসি-তামাশা করে, এক কাপ চা খেয়ে পান মুখে সিগারেট হাতে খালের ক্ষুদ্র সাঁকো পার হয়ে গির্জার দিকে তাকিয়ে মনকে সান্ত্বনা দিয়ে এগিয়ে যায়। সুব্রত বোবা হলেও তার ব্যবহারে প্রত্যেকেই খুশি হয়। আর কী চাই? বাকপ্রতিবন্ধী সুব্রতও ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে আপনার-আমার অনেকের মাঝে খ্রিস্টের ভালোবাসা বিলিয়ে যাচ্ছে মনের অজান্তেই।

সাবলম্বী আদিবাসী মার্চনা রিচিল

চড়াখোলা গ্রামে নকুল মার্কেটে ছোট্ট একটা দোকান। নানা রংবেরংয়ের শাড়ী, ব্লাউজ, থ্রি-পিস, কসমেটিকস সহ আরও বেশ কিছু লোভনীয় আইটেম রয়েছে যা দেখেই মেয়েদের মন কাড়ে। মহিলাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের একটি মাত্র দোকান ঐ এলাকায় যার মালিকও একজন নারী। এই নারী উদ্যোক্তা একজন আদিবাসী। তার বাড়ি ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট এলাকার বিড়ই ডাকুনী ধর্মপল্লীতে। মিশন স্কুলেই দশম শ্রেণি পর্যন্ত লেখা পড়া করেছেন। শহরে চাকুরিরত অন্যান্য বন্ধুদের জীবন-যাত্রা দেখে আর অভাবের তাড়নায় লেখা-পড়া

ছেড়ে এক সময় ঢাকা শহরে চলে আসে। শহরের চাকচিক্য তাকে সুখের হাতছানি দেয়। এক সময় মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে বিউটি পার্লারে চাকুরি নেয়। প্রথম প্রথম অনেকেই অনেক কিছু বলে, ধিক্কার দেয়, চরিত্র নিয়ে কথা বলে। তার মত শত শত আদিবাসী মেয়েরা বিউটি পার্লারে চাকরি করছে। যে যাই বলুক আদিবাসী মেয়েরা স্বাবলম্বী হচ্ছে, পারিবারিক সচ্ছলতাও পাচ্ছে, জীবনমান উন্নয়ন হচ্ছে। প্রগতির পথে চলতে গেলে পদে পদে বাঁধা আসতেই পারে তাই বলে কী হাত পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকবে? আলাপে অনেক মেয়ে এভাবেই উত্তর দিয়েছে।

ঢাকা শহরে পার্লারে চাকরি করতে করতেই মার্চনা রিচিল এর পরিচয় হয় হিমেলের সাথে। হিমেলের বাড়ি কালীগঞ্জের চড়াখোলা গ্রামে। গুলশানে চাকরি করত। এভাবেই চলতি পথে দেখা তারপর ভালোলাগা-ভালোবাসা। শেষ পর্যন্ত বিয়ে। গারো আর বাঙালি মিলে বাঙালির ঘরের বধূ হয়ে যায় মার্চনা। আসলে শুরুটা হয় ফেইস বুকে আলাপের মাধ্যমে। হায় ফেইস বুক! হায় প্রেম! বিয়ের পর হিমেলের গ্রামের বড়িতেই চলছে সংসার। এ সময় মার্চনার দিদি প্রথমে ব্যবসার চিন্তা করে। শুরুটা দিদিই করেছিল। ঢাকা থেকে বিশেষ করে চকবাজারের পাইকারি বাজার থেকে কসমেটিকস সহ অন্যান্য মালামাল কিনে আনে হিমেল। পাশাপাশি ঢাকার চাকরি ছেড়ে গ্রামেই স্থিত হয় সে। একটা অটো কিনে সে নিজেই চালায়। দোকানে যা বেচা-কেনা হয় এটার হিসেব মার্চনার কাছেই থাকে। বর্তমানে তাদের ৩ বছরের এক মেয়ে আদ্রিয়া মারতিনা। দোকানের বয়সও তিন বছর। শুরুতে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিল। দোকান ভাড়া বিদ্যুৎ বিল সহ মাসে ৭০০ টাকা। হাজার তিনেক টাকা বিক্রি হয়।

মার্চনা আদিবাসী হলেও বিবাহের চার বছরে অনেকটা বাঙালি বনে গেছে। গ্রামীণ বাঙালি পরিবারের মেয়েদের মতই শাড়ী পড়ে। কথার টানও অনেকটা বদলে গেছে। মুখে হাসিটা বজায়ে রাখে ঠিকই ক্রেতাদের আকর্ষণ করতে। একজন গারো আদিবাসী বাঙালি সমাজে বিয়ে হয়ে বাঙালি সংস্কৃতি ধারণ করে ব্যবসা করে যাচ্ছে এটা কম কথা নয়। এ কাজটা এলাকার কোন মহিলা চিন্তাও করে নি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ে মার্চনার দেখা-দেখি হয়তো এলাকার আরও অনেক নারীই এগিয়ে আসবে। সংসারের প্রয়োজনে বাঁচার তাগিদে আর প্রেমের টানে মানুষের কতই না পরিবর্তন আসতে পারে। মার্চনার স্বপ্ন সে আরও বড় করবে তার দোকান। চড়াখোলায় দোকানের পাশে বড় রাস্তায় অসংখ্য মানুষের চলাচল, পাশে স্কুল। আর নতুন গির্জা হলে এ গ্রামের পরিবেশও বদলে যাবে। পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে। ব্যবসার জন্য এখন আর শহরে কিংবা গঞ্জের বাজারে যেতে হয়না ব্যবসা এখন হাতের নাগালে চলে আসছে যুগ বদলের ফলে। মার্চনা তার কথাবার্তায়, ব্যবহারে মানুষের মাঝে খ্রিস্টের ভালোবাসা, সততা বিলিয়ে যাচ্ছে একটা ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে।

মানুষের ঘৃণা আর অবহেলাই সাগরকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে

একজন যুবক লেখা-পড়া শেষ করে দীর্ঘদিন ধরে চাকরির পেছনে ঘুরে যখন নিরাশ হয়ে যায় তখন হতাশা জাগে মনে। এমনি হতাশাকে জয় করে সাগর গমেজ বাড়িতেই বাবার সাথে ব্যবসায় নেমে যায়। বাবা পরিশ্রমী মানুষ। নিজের জমিজমা চাষ করে সংসারে তেমন আয় উন্নতি থাকে না। তাই সে শুরু করে মুরগির খামার দিয়ে। কিছুদনি পরে এতে যোগ হয় গরু পালন। গরু আর মুরগি দুটি খামারই চলছে সাফল্যের সাথে। একরাতে গরুচোরে খামারের সবকটি গরু চুরি করে নিয়ে যায়। বিরাট একটা পুঁজির ঘাটতিতে পড়ে যায় সে। মুরগির খামার দিয়েই চলতে থাকে ব্যবসা। এখানেও মাঝে মধ্যে মড়কে একসাথে অনেক মুরগি মরে যায়।

এভাবেই পুরো ব্যবসাটাই সাগর তার হাতে নিয়ে নেয়। বাবা এখন বৃদ্ধ। সাগর থেমে থাকেনি। সে আবার কিছু গরু কিনে খামার চালু করেছে। পাশাপাশি শুকরের মাংসও বিক্রি করতে থাকে। শুকরেও মড়ক লাগে তাই খামাড় করা ছেড়ে দিয়ে খামাড়িদের কাছ থেকে কিনে এনে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। মুরগির খামার এখন দুইটা। গ্রামের বড় রাস্তার মোড়ে দোকান ভাড়া নিয়েছে। বিদ্যুৎ বিল নিয়ে টিনসেড ঘরটির ভাড়া ৭০০ টাকা। দৈনিক ৩০-৪০টি মুরগি বিক্রি হয়। মুরগির খাবার ঔষধপত্র সবই ডিলাররা সাপ্লাই দেয়। বর্তমানে তার খামারে ১০০০-১৫০০ বাচ্চা। প্রতি বাচ্চা ২৫ টাকা করে কিনতে হয়। দেড় থেকে দুই কেজি হলেই বিক্রি করে দেয়। মুরগির ছাট-বর্জ্য দিয়ে ছোট্ট মাছ চাষও চলছে। ব্যবসার টাকা দিয়েই সংসার খরচ, মা-বাবার ঔষধ খরচ, পরিবারের চিকিৎসা আর মেয়ের লেখা পড়ার খরচ চলে।

সাগর মূলত বাবার উৎসাহে এবং অনুপ্রেরণায় এ ব্যবসায় আসে। এলাকার অনেকেই তাকে ভালো চোখে দেখেনি। বলেছে লেখা-পড়া শিখে বিএ পাশ ছেলে শেষকালে শুকর মুরগির ব্যবসায় নামছে। দেশে কি চাকরি-বাকরি নেই। সাগর নীরবে সবই সহ্য করেছে। হাতাশা তখন আর তাকে কাবু করতে পারেনি। তবু মাঝে মাঝে সমস্যার কারণে অর্থাৎ মড়কের কারণে যখন একসাথে ৬০০-৭০০ মুরগি মরে যায় তখন কী আর ব্যবসা করতে ইচ্ছে হয়? না, সাগর তার পেশায় অবিচল। অনেক পরিচিতজন বাকিতে মাল নিয়ে দেই-দিচ্ছি বলে ঘুরায়। অনেকে দেয় না।

সাগরের ইচ্ছা, ভবিষ্যতে এই ব্যবসাই ধরে রাখবে। কারণ এই ব্যবসা তাকে ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। সাগর খুবই হিসেবি যুবক। বর্তমান সমাজে কতো প্রলোভন, বিনোদনের সুযোগ। কিন্তু সাগর-সাগরের মতই অবিচল। সে আর তার বন্ধু ব্যবসা। মোটকথা এই ব্যবসাই তার ধ্যান-জ্ঞান, ব্যবসাই তার সাধনা। সে সাফল্যের সিড়ি বেয়ে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায়। সৎভাবে ব্যবসা করে বলে সবাই তাকে পছন্দ করে। সততাই তার ব্যবসার মূলধন, ঈশ্বরে বিশ্বাস তার মনে সাহস যোগায়। এভাবেই একজন সাধারণ মাংস ব্যবসায়ী নিজের ব্যবহার, সততা দিয়ে জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করেছে। দুটি মেয়ে নিয়ে সুখেই সংসার করছে সাগর॥ □

একজন ব্যবসায়ী সংসারে আশা জাগিয়ে তোলেন, স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখেন

মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া

সাধারণভাবে বেঁচে থাকার ও মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করার প্রথম শর্তই হলো অর্থ; এটি অস্বীকার করার উপায় নেই। কেউ অফিস-আদালতে চাকরি করে, কেউ কেউ ব্যবসা, কেউ বা চাষাবাদ করে এই অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করি। পুরুষ-মহিলা প্রত্যেকেই তাদের ইচ্ছা, সামর্থ ও যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা বা কাজ বেছে নেন। অনেকে আবার ঘরে বসেও সংসারের কাজের পাশাপাশি হাতের কাজ করে আয় রোজগার করে থাকেন। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সারা পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া সংক্রমণ ব্যাধি করোনার পাদুর্ভাবের ফলে অনেক উপার্জনশীল ব্যক্তির উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় পরিবারের হাল ধরতে মানুষ নতুন উপায় খুঁজে বের করেন।

লাবন্য। করোনায় স্বামীর ব্যবস্যা পুরোপুরো বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সাহস করেই প্রথমে রান্নার মসলাপাতি ঘরে ঘরে বিক্রি করে সংসারের জন্য আয় রোজগার শুরু করেন। বেশ জমেও ওঠে তার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। পরিচিত ও এলাকার মানুষজন তার কাছ থেকেই প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করে তার কাজে উৎসাহ দিতে থাকেন। মানুষের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে লাবন্যর এই আয় রোজগারের কাজের পরিধি, উপকরণ ও সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মসলাপাতি থেকে শুরু করে গমের আটা, চাউলের গুড়া, শুকটি মাছ এবং পরবর্তীতে নানা রকম পিঠা ও রান্না করা খাবার বিক্রির মাধ্যমে তার আয় বৃদ্ধি হতে থাকে। স্বল্প টাকা বিনিয়োগ করে তার এই আয়-রোজগারে পরিবারের বড় ধরণের ঘাটতি পূরণ করতে না পারলেও দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাহিদা পূরণে বিশাল ভূমিকা পালন করে। সংসার ও সন্তানদের প্রতি সমস্ত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মানুষের ঘরে ঘরে পণ্য পৌঁছে দেয়ার কষ্টকর পরিস্থিতি লাবন্য হাসিমুখে সামাল দেয়ার প্রবণতাকে সাধুবাদ জানাই। কঠিন সময়ের মুখোমুখি এসে যারা হতাশায় ভেঙ্গে পড়েন, তাদের জন্য লাবন্য একটি আদর্শ।

প্রয়াস। সবে মাত্র বিয়ে করে নতুন সংসার শুরু করেছেন। করোনায় তার অবস্থাও অন্যদের মতই। সংসারের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে তিনি ঘানিভাঙ্গা সরষে তেল, ঘরে তৈরি ঘি ও অন্যান্য পণ্য বিক্রি করে সংসারের অতি প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে পেরেছেন। তার সাথে হাত মিলিয়ে স্ত্রীও পড়া-লেখার পাশাপাশি পণ্যের যোগান, প্রস্তুত ও সরবরাহ কাজে সহযোগিতা শুরু করেন। দুজনার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার ক্ষুদ্র আয় দিয়ে সংসারের প্রয়োজনটুকু যে অনায়াসে মিটানো সম্ভব তা তাদের জীবন থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। সংসারে তাদের এই কাজের গুরুত্বকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

লাবন্য ও প্রয়াসের মত আরও অনেকেই আছেন যারা আমাদের সংসারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সেই সাথে ঘর সাজানোর আসবাব, হাতের কাজের শাড়ি-গহনা ও সখের জিনিসেরও যোগান দিচ্ছেন। তাদের এই উদ্যোগকে সবচেয়ে বেশি সহজ করে দিয়েছে তথ্য প্রযুক্তির সহজ ব্যবহার। অনলাইনের মাধ্যমে এই সব পণ্যের প্রচারণা যেমন সহজ হয়েছে তেমনি মানুষ দ্রুততম সময়ে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসটিও হাতের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। চাকুরি হারিয়ে অনেকেই কৃষি কাজের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেছেন। মাঠে ফসল ফলানোর পাশাপাশি বাড়ির আশে পাশে সব্জি চাষ ও হাস মুরগী পালন করে তা বিক্রি করছেন স্থানীয় বাজারে, এমনকি ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী পৌঁছে দিচ্ছেন শহরে বসবাসরত মানুষের কাছে। এই সকল পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির আরও একটি অন্যতম কারণ হলো বিশুদ্ধ, খাঁটি ও নির্ভেজাল পণ্য প্রস্তুত ও সরবরাহ। এই সেবা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন তারাই আমাদের আগামীদিনের বড় ব্যবসায়ী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এই সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সংগঠিত করে তাদের পণ্যকে বাজারমুখি ও পরিচিতি দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোক্তা সংগঠন গড়ে উঠেছে। এই সংগঠনের সদস্যপদ লাভের মধ্যদিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যের পরিচিতি ও বিক্রি বৃদ্ধির সুযোগ পেয়েছেন। কেউ কেউ ঘরের একটি কক্ষে দোকান সাজিয়ে বসেছেন। সংসার ও দোকান এই দুটির সামঞ্জস্যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও তার পরিবারের সদস্যরাও বেশ উপভোগ করেন। কেউ কেউ বড় বড় কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে নিজের পণ্য বিক্রি ও সরবরাহের ব্যবস্থা করছেন। ব্যবসায়ীদের এই প্রয়াস শহর থেকে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। করোনা কিংবা অন্য যেকোন দুর্যোগ মানুষকে দমিয়ে রাখতে পারেনা, একটি পথ বন্ধ হলে বাঁচার তাগিদে মানুষ অন্য একটি পথ খুঁজে নেয় এবং তার প্রচেষ্টা সার্থকও হয়। সকলে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শহরে ও গ্রামে গড়ে ওঠা এই সব ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা পরিবার তথা সমগ্র দেশে সুদূর প্রসারী ভূমিকা রাখতে পারে।

যে কোনো ব্যবসায় ঝুঁকি যেমন আছে, কাজের স্বাধীনতা ও আনন্দও আছে। এটি অনেক বেশি সম্মানেরও, যদি তা হয় সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত। সৎভাবে উপার্জনের সকল কাজই বড় বড় ব্যবসা বা চাকুরির মতই মূল্যবান। শুধু তাই নয়, একজন ব্যবসায়ী নিজের আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে বিরাট ভূমিকা রাখছেন। তাদের উৎপাদিত দ্রব্য ও পণ্য কেবল দেশেই নয়, বিদেশেও সমান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যারা দেশের বাইরে থাকেন তারাই জানেন দেশে তৈরি পণ্যসামগ্রি কত উন্নত ও সহজলভ্য।

ইচ্ছে শক্তির কোনো বিকল্প নেই। এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে স্বল্প পুজির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসা থেকে শুরু করে একজন ব্যক্তি অতি সহজেই বড় ধরনের ব্যবসায় সফল হতে পারে। আমাদের চারপাশে যে সব মানুষ ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে জড়িত রয়েছে আমাদের প্রত্যেকের উচিত তাদের কাজের সম্মান ও উৎসাহ দেওয়া। বিদেশি পণ্যের চেয়ে আমাদের দেশে তৈরি ও উৎপাদিত পণ্য অনেক বেশি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর এবং স্বল্পমূল্যে পাওয়া যায় তাই আমাদের উচিত সেই সকল পণ্য গ্রহণ করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উৎপাদন ও সরবরাহ কাজে অনুপ্রাণিত করা।

বিত্তশালী ব্যক্তি বা বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকরা যদি এই সকল ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায়ীদের প্রতি নজর দিতেন তাহলে আমাদের দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারে স্বচ্ছলতা ফিরে আসতো, ব্যবসায়ীরাও তাদের কাজের প্রতি আগ্রহী হতো। আমরা বিশ্বাস করি আজকের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীই তার মেধা, শ্রম ও বিশ্বস্ততা দ্বারা আগামী দিনের বড় ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

আমরা অনেকেই এই সকল ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের শ্রম ও উদ্যোগকে ভালো চোখে দেখিনা। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল, কাউকে বাদ দিয়ে কেউ বাঁচতে পারবো না। পরস্পর সম্মান ও বিশ্বস্ততা বজায় রাখার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের। আবার কেউ উপরে উঠতে চাইলে তাকে টেনে ধরার প্রবণতা আমাদের অনেকের মধ্যেই রয়েছে, এই অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের বদলাতে হবে।

যারা ব্যবসায়ী তাদের সৃজনশীল হওয়া আব্যশক। জ্ঞান-বুদ্ধির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে, নতুন নতুন পণ্য সৃষ্টিতে তাদের মনোযোগ দিতে হবে সকল প্রকার বাধা ও চ্যালেঞ্জকে হাসিমুখে বরণ করে সেই চ্যালেঞ্জ উত্তরণের উপায় খুঁজে বের করতে হবে। পণ্যের গুণগত মান ঠিক রেখে পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর গুরুত্ব দিয়ে, পণ্য তৈরি ও সরবরাহ করতে হবে।

চাকুরিজীবি মানুষের মত ব্যবসায়ীরাও পরিবারের প্রাণ। তারা ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা পরিচলনার মাধ্যমে সংসারে আশা জাগিয়ে তোলেন, স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখেন। তিনি তার মেধা ও শ্রম দিয়ে পরিবারে দেবদূতের ভূমিকা পালন করেন। পরিবার থেকে অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা ছাড়া কোনো ব্যবসায়ীই তার কাজে সফল ও সন্তুষ্ট হতে পারবে না। যেই মানুষটি পরিবারের আয় রোজগারের জন্য শত ঝড় ঝাপটা মাথায় নিয়ে তার দায়িত্বে অটল থাকেন, পণ্যের মাধ্যমে সেবা দান করার দায়িত্ব পালন করেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ হই ও তাদের সাফল্য কামনা করি॥

লক্ষ্যে পৌঁছানোর অবিরাম প্রচেষ্টা

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

জীবন পথে চলা ও লক্ষ্যে পৌঁছানো বা স্বপ্ন পূরণের সাধনা প্রতিটি মানুষের একান্ত কাম্য। লক্ষ্যে পৌঁছাতে বা স্বপ্নকে বাস্তবায়নে অবিরাম প্রচেষ্টা দরকার। প্রতিদিনের জীবন মূল্যায়ন করে মন্দকে বর্জন করে নিজ গুণাবলীকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও দান হিসাবে গ্রহণ করে নতুনকে স্বাগতম জানিয়ে শৃঙ্খলায় জীবন যাপন করা। নিজের, অন্যের ও সৃষ্টিকর্তার সাথে সংযুক্ত থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও নব উদ্যমে এগিয়ে চলা। আমাদের জীবনের সব অর্জনই প্রভুর দেওয়া আশীর্বাদ। "প্রভু, যে সব জিনিস আপনি করেছেন, তা দিয়ে আমাদের প্রকৃত সুখী করেছেন। আমরা প্রফুল্লচিত্তে এইসব বিষয়ের গুণগান করি *(সাম ৯২:৪)*।" একই সাথে নিজেকে সৃষ্টিকর্তার কাছে নিবেদন করা ও আনন্দ নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। লক্ষ্যে পৌঁছাতে ও স্বপ্ন পূরণে আমরা কয়েটি বিষয় অবিরাম করতে পারি বা নিয়মিত অধ্যায়ন করতে পারি।

ক) গুণাবলী চর্চা করা ও নতুনকে গ্রহণ: আমাদের প্রতিটি মানুষের অনেক সুন্দর সুন্দর গুণাবলি আছে সেগুলো গ্রহণ করা ও প্রতিদিন তা চর্চা করা। আমরা শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গের মতো বিভিন্ন ছোটবড় গুণে, দানে সুশোভিত। এগুলোকে বিকশিত করা ও সেই অনুসারে এগিয়ে যাওয়া আমাদের দায়িত্ব। এগুলো গ্রহণ করার মধ্যদিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করি তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত হই ও পবিত্র আত্মার শক্তি ও দানকে বিশ্বাস করে *(১ম করিন্থীয় ১২:৮-১০)* জীবনে এগিয়ে চলি। নিজ গুণাবলির বিষয় সচেতন হয়ে সেগুলো চর্চা করা ও বাড়িয়ে তোলা নিত্যদিনের কাজ। অন্যদের সাথে তুলনা নয়, বরং যা ভালো তা গ্রহণ করে এগিয়ে যাওয়াই হোক আমাদের লক্ষ্য।

নিজ গুণাবলি চর্চা করার সাথে নতুনকে গ্রহণ করার উন্মুক্ত মনোভাব ও একসঙ্গে চলার মনোবাসনা আমাদের নিয়ে যায় সফলতার গন্তব্যে। মানুষ সামাজিক জীব। একা একা চলতে পারে না। অন্যের সাহায্য একান্ত কাম্য। নিত্যদিনের যাত্রার নতুনের সাথে পরিচয় ও নতুন উদ্ভাবন আমাদের জ্ঞান অর্জনের সহায়ক হয়। তাই এগুলো গ্রহণ করা দরকার। সেইসাথে মনে রাখারও বিষয় আমি কতটুকু গ্রহণ করব, যতটুকু আমার ও সবার জন্য মঙ্গলজনক। এতে ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গল ও ঈশ্বরের গৌরব হয়।

খ) মূল্যায়ন ও দুর্বলতাকে পরিহার: দিনের শুরুতে ও শেষে পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন করে দেখা ও সেই অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। এতে সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহের প্রশংসা ও তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততা প্রকাশ পায় *(সাম ৯২:২)*। ধর্মীয় বিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমরা বলতে পারি আমার দুর্বলতা, পাপময়তা, ভুল কাজ (wrong doing), যেগুলো পরিত্যাগ করার সংকল্প ও নতুন করে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। "তোমরা যখন নানারকম প্রলোভনের মধ্যে পড়, তখন তা মহা আনন্দের বিষয় বলে মনে কর। একথা জেনো, এই সকল বিষয় তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা করে ও তোমাদের ধৈর্য্যগুণ বাড়িয়ে দেয় *(যাকোব ১:২-৩)*।"

ধৈর্য্য (Patience) নিয়ে এগিয়ে যাওয়া ও আবেগকে (Passion) দমন করা। এ যেন যজ্ঞবেদীর আগুন সারারাত জ্বলিয়ে রাখার অবিরাম প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টাকে বাস্তবায়িত করতে ছাই তুলে সরিয়ে দিতে হয় ও যোগ্যে নতুন কাঠ দিতে হয়। এজন্য নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম কানুনও পালন করতে হয় (*লেবীয় ৬:৯-১২*)। এভাবে জীবন মূল্যায়নে মন্দকে পরিত্যাগ করতে হয় ও নতুনকে গ্রহণ করে জীবনকে শৃঙ্খলায় আনতে হয়। বর্জন করতে হয় ও দরকার পরে এগুলো পরিত্যাগ করা, "তাই তোমাদের জাগতিক স্বভাব থেকে সব মন্দ বিষয় দূর করে দাও। যেমন: যৌনপাপ, অপবিত্রতা, অশুচি চিন্তার বশবর্তী হওয়া, মন্দ বিষয়ের লালসা করা এবং লোভ। লোভ এক প্রকার প্রতিমা পূজা *(কলসীয় ৩:৫)*।" দুর্বলতা ও ভুল করা পরিত্যাগ করা অবিরাম সংগ্রাম।

গ) শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতা: জীবন পথে চলতে ও নিজ লক্ষ্যে পৌঁছাতে কিছু নিয়ম কানুন ও শৃঙ্খলার মধ্যদিয়ে যেতে হয়। আমার যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারি না। প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রের কিছু সুনির্দিষ্ট নিময় কানুন আছে। সেই সাথে আছে ঐতিহ্য বহনকারী কৃষ্টি-সংস্কৃতি সেগুলো শ্রদ্ধার সাথে পালন করা ও জীবনকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনয়ন করা। জীবনকে শৃঙ্খলার মধ্যে রাখতে ঈশ্বরের দেওয়া বিধান পালন করতে হয়; যেখানে ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালোবাসা প্রকাশ পায় *(মথি ২২:৩৭-৩৯)*।

অনেক সময় বলি আমার ভালো লাগে না, ইচ্ছে করে না। এগুলো আমার পছন্দ নয়, এগুলো স্বার্থপর চিন্তা ভাবনা; এগুলো পরিত্যাগ করা দরকার। আবার বলি আমি পারি না, আমার দায়িত্ব না এই বলে থেমে যাই। এইসব অহেতুক অযুহাত আমাকে স্বপ্ন পূরণে ও লক্ষ্যে পৌঁছাতে বাধা হতে পারে। তাই নিয়ম-নিষ্ঠতা ও অধ্যবসায়ী হয়ে চলা। নিজের ইচ্ছে অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া ও নিজের গুণাবলি নিয়ে অহংকার করাও শুভ লক্ষণ নয়।

ঘ) যোগাযোগ, সম্পর্ক ও প্রশংসা: যথাযথ যোগাযোগ, সম্পর্ক স্থাপন ও ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা প্রকাশই ব্যক্তিকে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যেতে পারে। আমাদের যোগাযোগ ও সম্পর্কগুলো হতে হয় ত্রিমুখী। ব্যক্তির সাথে নিজের, ব্যক্তির সাথে অন্যের ও ব্যক্তির সাথে সৃষ্টিকর্তার নিয়মিত যোগাযোগ ও সংযোগ স্থাপন করা। নিজেকে আবিষ্কার করা এবং যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আর তা নিয়মিত করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

নিজের সাথে নিজের সম্পর্কগুলো যত স্বচ্ছ ও মজবুত হয় অন্যদের সাথেও সম্পর্কগুলোও তত মজবুত ও আদর্শপূর্ণ হয়। আর এই যোগাযোগ ও সম্পর্কই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সাথে মিলন ঘটায় ও আত্মতৃপ্তিতে জীবন পথের যাত্রা হয় মসৃন ও আনন্দময়। জীবন্ত আমি ও অন্যের মাঝেই ঈশ্বর বিরাজমান এবং তিনি (ঈশ্বর) তাঁর প্রজ্ঞা দান করেন। তাই নিজের প্রজ্ঞার জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে হয়, আর তিনি তা উদার ভাবেই দান করেন *(যাকোব ১:৫)*। যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করা ও তা বজায় রাখার সাথে ধন্যবাদ প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা একান্তভাবেই দরকার। কৃতজ্ঞতা নিবেদনেই আমাদের উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হয়।

প্রতিনিয়ত অবিরাম প্রচেষ্টার সাথে "তোমরা প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাক; সর্বদা সজাগ থেকো এবং প্রার্থনার সময়ে প্রথমে ঈশ্বরক ধন্যবাদ জানিও *(কলসীয় ৪:২)*" এবং জীবনের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। নিজের সক্ষমতা ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও একনিষ্ঠতাই স্বপ্ন পূরণের সুযোগ করে দেয়।

মানব জীবন প্রবাহমান গতিহীন জীবন। নিয়তই ধেয়ে চলছে লক্ষ্যে পৌঁছানোর সাধনায়। জীবনে চলতে চলতে পারিপার্শ্বিক অনেক কিছুই লক্ষ্য অর্জনে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। বাধাগুলো বেশির ভাগই নিজের মধ্যে আসে। নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা, অগোছালোভাবে উপস্থাপন ও অসম প্রতিযোগিতা করা ও হীনমন্যতায় ভোগা। নিজের গুণাবলির স্বীকৃতি না দেওয়া ও সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে অসচেতনতাই আমাকে বাঁধা দেয় স্বপ্ন পূরণে। অন্ধকারই আলোকে সুন্দর করে তোলে, তেমনিভাবে আমার ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতাই আমাকে করে তোলে প্রত্যয়ী ও অধ্যবসায়ী। তাই সব ভুলে নতুন করে নিজেকে মূল্যায়ণ করে, গুণাবলি চর্চা ও শৃঙ্খলাবোধে নিজেকে গড়ে তুলি সফল ব্যক্তি হিসেবে ও নিবেদন করি কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার অর্ঘ্যডালা সৃষ্টিকর্তার চরণে॥

অচেনা সময়

জর্জ ডি রোজারিও

দিন যায় কথা থাকে। এমনি কথা ছিল- অধিক বাঙালি অধ্যুষিত শহর মেরিল্যান্ড সফরে যাবার। সেই কথা রাখতেই আমেরিকা সফরের শেষ পর্যায় মেরিল্যান্ড যাবার জন্য তৈরি হলাম। ভেবেছিলাম দিলিপ-শুক্লা সহ আমরা সবাই যাব। কিন্তু ছোট ভাই দিলিপের গাড়ি বিগড়ে যাওয়ায় প্রোগ্রামের একটু রদবদল হল। দিলিপকে এক গাড়ি ভাড়া করতে হল। নেভেল যাত্রা বিরতি করল।

নির্দিষ্ট দিনে আমরা (দিলিপ-শুক্লা ও শিবানী কোম্মার্দি) আমরা পাঁচ জন রওনা হলাম বহুল আলোচিত শহর মেরিল্যান্ডের উদ্দেশে। আলোচিত বলছি এ জন্যে যে, এ শহর সম্বন্ধে এত গল্প শুনেছি যে তা বলে শেষ করা যাবে না। গল্প না বলে গাল-গল্প বলাই বোধ হয় উৎকৃষ্ট ।

পুরানো ঢাকার ভাষায় চাঁপা বাজী। একজন তো বলেই ফেলল- আরে ভাই, এক্কেবারে লক্ষ্মীবাজার! দেখবেন ঢাকার ভাষায় কথা বলছে। পান খেয়ে মুখ লাল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সামারে লুঙ্গী পরে বেড়াতে দেখলেও অবাক হবার কিছু নেই। আরেক জন থামিয়ে দিয়ে বলল- আরে না। আপনি দেখবেন একেবারে ফার্মগেটের এক টুকরা। লোকজনও পেয়ে যাবেন ফার্মগেটের বাসিন্দা।

নানা ধরনের গল্প শুনে নিজের মনেই একটা ছবি এঁকে নিলাম। এখন শুধু সশরীরে দেখা। এক শনিবার সকালে দিলিপের ভাড়া করা গাড়িতে রওনা হলাম মেরিল্যান্ডের উদ্দেশে। দিলিপকে জিজ্ঞেস করলাম- নিউ জার্সি থেকে মেরিল্যান্ড কতদূর? সাফ উত্তর- আড়াই ঘন্টা ড্রাইভ। বুঝা গেল- বেশ দূরের পথ। একটু বলে রাখি- এখানে কেউ দূরত্বকে মাইলে বা কিলোমিটারে বলে না। বলে সময়ের মাপে দূরত্ব। আমরাও এখন তেমনি বলে বেড়াই কেউ জিজ্ঞেস করলে-কোথায় থাক? বলি আমরা থাকি এজাক্সে। ড্যানফোর্ড থেকে এক ঘন্টার ড্রাইভ। যে দেশে যে ভাষা। তবে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। মাঝে মাঝে আমি বলে বেড়াই- তোমরা তো গাড়ি শুধু চালাও- তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে তো তোমাদের জিপিএস। জিপিএস এমন এক যন্ত্র যা প্রতিজন গাড়ি চালকের নিত্য সঙ্গী। একবার গাড়িতে চড়ে গন্তব্যের ঠিকানা যন্ত্রে লিখে দিলেই হলো। সে বেটা যন্ত্র তোমাকে ডানে বায়ে কখন কত দূর গিয়ে বাঁক দিতে হবে তা বলে যাবে। অবশেষে ঠিক গন্তব্যে এসে বলবে, তোমার গন্তব্য এসে গেছে! আমি এখন বিদায় নিই। মাঝে মাঝে চিন্তা হয় ঢাকার রাস্তায় হলে কি হত? মজা হত জিপিএস বলত-বায়ে রিক্সা কাটিয়ে ডানে বাস দেখে তিন শত গজ গিয়ে বায়ে যাবে। সাবধান সামনে ঠেলা গাড়ি আছে। গতি বাড়িয়ে দিও না।

আমরাও গন্তব্যের ঠিকানা জিপিএস-এ লিখে দিয়ে রওনা দিলাম। গাড়ি চলল ভীষণ গতিতে। দিলিপ কিন্তু চালায় ভাল। গাড়ির গতিতে ঝিমুনি আসে আবার জেগে যাই, পাছে নৈশর্গিক দৃশ্য থেকে বঞ্চিত না হয়ে যাই। এভাবে চলে অনেকক্ষণ। কখন যে স্প্রিং টাউনের ন্যাশনাল শাইন গির্জায় পৌঁছে গেছি তা খেয়ালই নেই। বিরাট গির্জা। প্রচুর দর্শনার্থীর মাঝে হারিয়ে যাবার ভয় লাগে। দিলিপ আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। গির্জার ভিতরে প্রতি অলটারে প্রার্থনা করে ও ছবি তুলে বের হতে সময় লেগে গেল প্রায় ঘণ্টা খানেক। বাইরে এসে মনটা ভরে গেল। পরবর্তী গন্তব্য সুবাসের বাসা। বাঁক ঘুরে সুবোধের বাসা বাঁয়ে রেখে চলল আমাদের গাড়ি। রাস্তাটা সোজা চলে গেছে। দুই পাশে সারিবদ্ধ বাড়ি। কিন্তু কোন দোকানের চিহ্ন নাই। আমার কল্পনার শহর- সেই লক্ষ্মীবাজারের এক টুকরো বা ফার্মগেটের আদলের শহর তো দেখছি না! হঠাৎ করেই যেন চোখে পড়ল। চেয়ারম্যান বাড়ি থেকে বের হয়েছে- মুখে পান। লুঙ্গিটা একদিকে উঁচু করে ধরা। পেছন থেকে কে যেন-হাক দিল।

‘ও চেয়ারম্যান, আহ- চা খাইয়া যাও’।

উত্তর এলো- ‘মুখে পান। অহন চা খাওন যাইব না। বাজার থে ঘুইরা আহি। দেহা যাইব নে’।

কিছুদূর এগুলেই দেখা গেল লাতু ভাইয়ের দোকানের সামনে প্রতিবেশী অফিস থেকে তাস খেলে বেড়িয়ে পান মুখে কি নিয়ে যেন তর্কে মেতেছে বয়স্কের দল। আহা! এই তো লক্ষ্মীবাজার। তবে তো ঠিকই বলেছিল গপ্পিরা সবাই। গাড়ি দ্রুত এগিয়ে গেল। পেছন ফিরে তাকালাম। কোথায় সেই সব দৃশ্য। সব উবে গেল? নাকি আমার ভ্রম। আবার সেই ভ্রমে যেতে চাইল মন। পেছনের ফাঁকা রাস্তার দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলাম- আমি যদি হ্যামিলিয়নের বাঁশি বাদক হতাম তবে বাঁশি বাজিয়ে নিরব রাস্তাটাকে সরব করে দিতাম। আমি আবার ফিরে যেতাম আমার স্বপ্নে। আমার ভ্রমে! সত্যিই আমার ভ্রম। এমন কিছু তো এখন আর দেখছি না। সত্যিই আমার চিন্তার ভ্রম। আহা! যদি এমনি হতো। পৌঁছে গেলাম সুভাস সেলেস্টিনের বাসায়। সুভাস আগেই ওর বাসায় আমাদের দুপুরের খাবার নিমন্ত্রণ রেখেছিল। তাই সেখানেই প্রথম গন্তব্য বিরতি। গল্প হল। স্মৃতির জানালা খুলে অনেক কথা হল। পেট পুরে খাবার খেলাম। সুভাস ঢাকা ক্রেডিটের স্মৃতি নিয়ে লেখা ওর বইটি আমাকে উপহার দিল। ভাল লাগল অবসর জীবনের ফসল হাতে পেয়ে।

দ্বিতীয় গন্তব্য সুবোধের বাসা। সুবোধের বাসায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম। পরে বৈকালিক চা পর্ব সেরে আমাদেরকে নিয়ে সুবোধের স্ত্রী প্রভাতী রওনা দিল ওয়াশিংটন ডিসি'র দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরে দেখানোর জন্য। দেখলাম অনেক কিছু, শুনলাম অনেক কথা। প্রভাতী খুব সুন্দর করে গল্প করে। সাধারণ ঘটনাকে সে অসাধারণ করে তোলে তার বলার ভঙ্গিতে। তার বলার ভঙ্গি এমন রসালো যে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরার উপক্রম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। প্রভাতী ফেরার আয়োজন করতে ব্যস্ত হল। ফিরে এলাম সুবোধের বাসায়। সন্ধ্যা নামতেই রাতের খাবারের ব্যবস্থা করল প্রভাতী। ওর তাড়াহুড়ার কারণ বুঝতে পারলাম---যখন ও এসে বলল- তৈরি হয়ে নেন। আমরা বের হব। আগেই প্রভাতী বলেছিল- আমাদেরকে ও গাব্রিয়াল স্যারের বাসায় নিয়ে যাবে।

আমরা রওনা হলাম। সঙ্গ নিল সুভাস ও ওর স্ত্রী । যাত্রার শুরুতে জিপিএসে গাব্রিয়েল স্যারের বাসার ঠিকানা লিখে রওনা দিল প্রভাতী।

আমাদের যাত্রা হল শুরু-সাথে চলল গল্প আর হাসির ফোয়ারা। প্রভাতীর গল্পে আমরা এতই মশগুল ছিলাম কখন যে জিপিএস-এর দিক নির্দেশনা থেকে বেড়িয়ে গেছি খেয়ালই নেই। হঠাৎ কোথা থেকে আইন রক্ষী মানে পুলিশের গাড়ী এসে আমাদের গাড়ির সামনে দাঁড়াল। বেড়িয়ে এল এক নারী পুলিশ। নির্জন রাস্তায় নারী পুলিশ দেখে বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের নায়িকা কপাল কুণ্ডলার কথা মনে পড়ল। ভাবলাম সে আমাদেরকে কপাল্কুন্ডলার মত “পথিক তুমি পথ হারিয়েছ?” সম্বোধন করবে। না, সে সোজা আমাদের গাড়ির ও চালকের বৈধ কাগজ পত্র চেয়ে বলল- তোমরা সিগনালে লাল বাতি অমান্য করে চালিয়ে এসেছ। চালক প্রভাতী বেচারা আর কি করে- নিজ মনে কিছুক্ষণ প্রলাপ বকল মাতৃভাষায়। পরে আস্তে বলল-আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি তাই। পুলিশ মহিলা বেশ কিছুক্ষণ স্কুলের টিচারের মত উপদেশ দিয়ে দিল ও পরে জিজ্ঞেস করল আমাদের গন্তব্যের ঠিকানা। ঠিকানা বলার সাথে সাথে মহিলা পুলিশ -অবাক হয়ে বলল- তোমরা তো তিন এক্সিট পেড়িয়ে এসেছ। তাড়াতাড়ি গাড়ী ঘুরাও-পেছনে চল। এতক্ষণে বুঝতে পাড়লাম গল্পের ঘোরে আমরা কি কাণ্ডটাই না করেছি। অনেক সরি-সরি বলে পুলিশের কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেলাম। এবার ফিরতি পথ। আর গল্প নয়। এবার জিপিএস সম্বল করেই অনেকটা পথ চলে পৌঁছে গেলাম গাব্রিয়েল স্যারের বাসায়। যখন পৌছান গেল তখন রাত আট টা বেজে গেছে। স্যার ঘরে পায়চারি করছেন। আমাদের দেখে যেন চাঁদ হাতে পেলেন। বুকে জড়িয়ে ধরে রইলেন অনেকক্ষণ। দেখলাম স্যারের চোখ দুটি ছল ছল করছে। আমরা অনেক কথা বললাম। স্কুলের কথা- লক্ষ্মীবাজারের কথা- ঢাকার কথা। অনেক স্মৃতির পাহাড় আমরা পেরুলাম। অনেক ব্যথার ভাগীদার হলাম। স্যার আমাদেরকে অনেক আদর করে মুরি মুড়কি খাওয়ালেন।

অনেক পরে সুভাস বলল ‘স্যার আমাদের ফিরতে হবে। অনেক দূরের পথ। রাত হয়ে যাচ্ছে’। স্যার অবাক হয়ে গেলেন ‘বল কি! আজ আমরা সারা রাত গল্প করব। শুধু ঢাকার গল্প। এখনও যে অনেক কিছু বলার আছে। তাছাড়া রাতের খাবার খাবে আমার সাথে’। স্যারকে নিরাশ করেই বললাম- ‘স্যার সেটা আজ হবার নয়। আমরা রাতের খাবার খেয়েই রওনা করেছি। তাছাড়া কাল সকালেই আমাদের নিউ ইয়র্ক ফিরতে হবে। আমাদের আরও কয়েক জন অপেক্ষায় আছে মেরিল্যান্ডে’। স্যার দুঃখের সাথে আমাদেরকে বিদায় দিতে রাজি হলেন।

এতক্ষণ লক্ষ্যই করি নাই- স্যারের শরীরের অবস্থা ভাল না। অনেক বুড়িয়ে গেছেন। শ্বাস প্রশ্বাসে অসুবিধা আছে বলে সার্বক্ষণিক অক্সিজেন ব্যবহার করতে হয়। তবু স্যারের প্রাণবন্ত হাসিটা ঠিকই আছে। আমরা ফিরতি রওনা দিলাম। স্যার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। অন্ধকারেও চোখ দুটো ছল ছল করছে বুঝতে পারলাম। শুধু হাত নেড়ে বললাম, বিদায় স্যার!

গঠনমূলক শাস্তি

বেঞ্জামিন গমেজ

"শাস্তি"-শৈশবকাল থেকেই আমরা এই শব্দটির সাথে পরিচিত। বাড়ীতে বাবা মা'র অবাধ্য হলে শাস্তি পেতে হয়। স্কুলে শিক্ষকের কথা না শুনলে অথবা বাড়ীর কাজ না করলে শাস্তি পেতে হয়। সমাজে অন্যায় করলে সমাজের মাতব্বরের কাছ থেকে শাস্তি পেতে হয়। কর্মক্ষেত্রে নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য চাকরীচ্যুত হয়ে শাস্তি পেতে হয়। তাই দেখা যায় রাষ্ট্রীয় জীবনসহ সর্বক্ষেত্রেই শাস্তির অস্তিত্ব রয়েছে। পাপেরও শাস্তি আছে, আর সেই শাস্তি হল নরক। আবার রাষ্ট্রীয় জীবনে বা ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় হিংসাত্মক বা মিথ্যা দোষারোপের শাস্তিও আছে, তবে এটা গঠনমূলক নয় বরং ধ্বংসাত্মক বা প্রতিশোধমূলক শাস্তি, এটাও একটি পাপ।

দোষ করলে শাস্তি পেতে হয়, আর সেই শাস্তি হওয়া উচিত গঠনমূলক বা সংশোধনমূলক এবং মন মানসিকতার পরিবর্তনের সুযোগ থাকা দরকার। যে বা যারা শাস্তি প্রদান করবে তার বা তাদের মনোভাব হবে গঠনমূলক কাজে সেবা দানের অংশীদার হওয়া। এতে উভয় পক্ষেরই উপকার হবে এবং জীবন যাত্রা উন্নত হবে।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। বহু সংখ্যক সন্তানের একটি গ্রাম্য এবং মধ্যবিত্ত কৃষি পরিবার। সামান্য লেখা পড়া করেই সকলে কৃষি কাজে লেগে থাকে। এই পরিবারের ছোট ছেলে সকলেরই আদরের পাত্র। বেশি আদরে ছেলেটি হয়েছে দুষ্ট প্রকৃতির। দুষ্টু ছেলেদের সাথে মেলামেশা করে, আড্ডা দেয়। অসৎ সংস্পর্শে এসে ধূমপান করতেও শুরু করেছে। একদিন তার বড় ভাই সেই দুষ্টু ছেলেদের আড্ডার পাশ দিয়া যাওয়ার সময় দেখতে পেল তার ছোট ভাইও সেই আড্ডায় বসে ধূমপান করছে। বড় ভাই তাকে (ছোট ভাইকে) ডেকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে নিজের কাজে চলে গেল, আর সে বাড়ী এসে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে চুপসে গেল। বড় ভাই বাড়ি ফিরে এসে দেখতে পেল ছোট ভাইয়ের করুণ অবস্থা।

বড় ভাই সকল ভাই-বোন ও বাবা মাকে ডেকে একত্র করল আর ছোট ভাইয়ের সিগারেট খাওয়ার কথা প্রকাশ করে দিল। তখন ছোট ভাই ভয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। বড় ভাই তার কান্নাকাটি থামিয়ে দিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, ভয় নেই, ভুল করছ সংশোধন করার সুযোগ দিব। বড় ভাই বলতে লাগল, আজ থেকে তুমি প্রতিদিন ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করবে, তোমার নিজের কাপড় চোপড় নিজে ধুইবে, এক সাথে খাবে কিন্তু, নিজের থাল ও গ্লাস নিজে ধুইবে। একই সাথে প্রতিজ্ঞা করতে হবে 'আর কখনও ধূমপান করব না'। ছোট ভাই তা মেনে নিল। কিছুদিনের মধ্যে সত্যই ছেলেটি অনুতপ্ত হল, মন পরিবর্তন করে ধূমপান পরিত্যাগ করল। দুই পক্ষই পরিতৃপ্ত হল।

শাস্তি বা আদেশ যা-ই হোক না কেন, বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তা মেনে নেওয়া উচিত॥

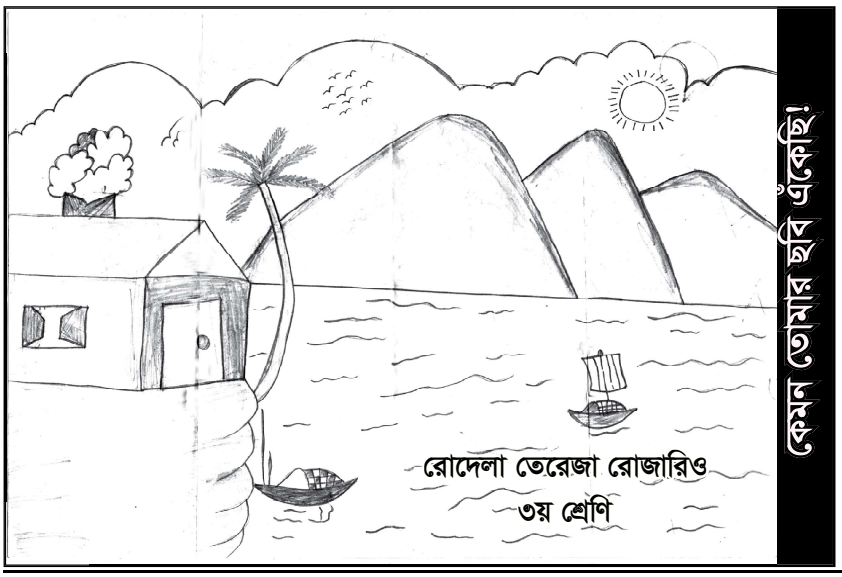

বন্ধু মানে

দিপালী কস্তা

বন্ধু মানে নীল আকাশ, হঠাৎ ঝড়ো হাওয়া
বৃষ্টি ভেজা বিকাল বেলা চুপি চুপি খেলতে যাওয়া।
বন্ধু মানে বন বাঁদাড়ে কেবল ছুটাছুটি,
মারামারি আর হাসি গানে খানিকটা লুটোপুটি।
বন্ধু মানে অথৈ জলে কেবল সাঁতার কাটা
ঘুম পাড়ানি দুপুর বেলা আম গাছে উঠা।
বন্ধু মানে স্কুল ফাঁকি দিয়ে একসাথে আড্ডা বাজি,
কোন অপরাধের সাজা পেতে সবাই থাকে রাজি।
বন্ধু মানে বিপদের সময় পাশে এসে দাঁড়ায়,
ধৈর্য আর সাহসের হাতটি বাড়ায়।
বন্ধু মানে মুচকি হাসি, একসাথে পথচলা,
না বলা কিছু মনের কথা, চোখে-চোখে বলা।
বন্ধু মানে যখন তখন তার কাছে ছুটে আসা
মন প্রাণে শুধু বন্ধুকে ভালোবাসা।।

বেথানী ধ্যান-আশ্রম

শ্রদ্ধাভাজন যাজকসমাজ, সন্ন্যাসব্রতীগণ ও ভক্তবিশ্বাসীগণ, সকলের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, নিবেদিত চিরকুমারীদের (The Order of Consecrated Virgins) জন্য একটি গৃহ নির্মিত হয়েছে : বেথানী ধ্যান-আশ্রম। যেখানে তারা তাদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনগুলো করবেন এবং ভক্ত বিশ্বাসীদের জন্যও ধ্যান প্রার্থনার নানাবিধ সুযোগ করে দিবেন।

যাদের উদার দয়াদান ও প্রার্থনায় বেথানী ধ্যান-আশ্রম নির্মাণকাজ সম্ভব হয়েছে তাদের নাম শুধু আমাদের কাছে নয়, যিশুর হৃদয়ে লেখা রয়েছে এবং আমরা তাদের জন্য প্রার্থনা করবো প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই গৃহটি আশীর্বাদ করতে সদয় সম্মতি দিয়েছেন।

জায়গা খুবই ছোট হওয়ায় গৃহটি আশীর্বাদ অনুষ্ঠানে সবাইকে নিমন্ত্রণ দিতে পারছি না বলে দুঃখিত। তবে আশীর্বাদের পরে অন্য যে কোন দিন এই প্রার্থনালয়ে আসতে পারবেন।

বিনীত নিবেদন
ডোরা ডি'রোজারিও ওসিভি
এনিমেটর

আশীর্বাদের তারিখ: ২৭ আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
স্থান: বেথানী ধ্যান-আশ্রম, পাদ্রিকান্দা, গোল্লা ধর্মপল্লী।
ভিত্তি স্থাপন প্রার্থনা: শ্রদ্ধেয় ফাদার স্ট্যানলি কস্তা: পালক পুরোহিত, গোল্লা ধর্মপল্লী এবং কো-অর্ডিনেটর: কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল।

উদ্বোধন
পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই
ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ
প্রার্থনাপূর্ণ কৃতজ্ঞতায় স্মরণীয়
MISSIO,Germany; Fondo " Nueva Evangelizacion''Spain.
ভাই-বোন, মাসতুতো ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, প্রার্থনাসেবী, শুভাকাঙ্ক্ষী।

বিজ্ঞ/২২৪/২২

মহাশান্তি গমনের ১৩তম বছর

প্রয়াত টনি জন গমেজ
জন্ম: ২১ নভেম্বর, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ আগস্ট, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
শুলপুর ধর্মপল্লী।

তোমরা ছিলে এই ধরণীতে
গিয়েছো চিরশান্তির নীড়ে
রেখে গেছো দুঃখের স্মৃতিগুলো
যা রয়েছে আমাদের অন্তরের অন্তস্থলে।

পার্থিব এই জগত ছেড়ে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে তোমরা চলে গেছ আমাদের নিঃস্ব করে। কিন্তু তোমরা রয়েছো আমাদের সকলের হৃদয় মাঝে। আজও আমরা পারি না তোমাদের চিরতরে চলে যাওয়ার ক্ষণকে মেনে নিতে। থেকে-থেকে মনে পড়ে হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় কান্নাভরা কণ্ঠে বাঁচার তাগিদে, একবার বাড়িতে যাবার জন্য বলতে "মাগো, আমি বাড়ি যাবো"। আজও আমরা ভুলতে পারি না। পরম করুণাময় তোমাদের আত্মার চিরশান্তি দান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
মা : শ্যামলী গমেজ
বাবা : হেবল গমেজ
শুলপুর ধর্মপল্লী, মুন্সীগঞ্জ।

মহাশান্তি গমনের ৭ম বছর

প্রয়াত সুরুজ যোসেফ গমেজ
পিতা : মৃত অনিল গমেজ
জন্ম : ১৯ মার্চ, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২ নভেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
শুলপুর ধর্মপল্লী।

বিজ্ঞ/২২৭/২২

জাতীয় ওয়াইসিএস এনিমেটর গঠন ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২২

সিস্টার রোজলীন সন্ধ্যা রোজারিও আরএনডিএম ▯ “**Animators are called to Win and Guide of Young Hearts**” এই মূলসুরকে সামনে রেখে ৫-৬ আগস্ট ২০২২ খিস্টাব্দে মোহম্মদপুর সিবিসিবি সেন্টারে জাতীয় যুব কমিশন কর্তৃক আয়োজন করা হয় জাতীয় ওয়াইসিএস এনিমেটর গঠন ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা। ৫ আগস্ট সকাল ৮:০০ টায় আগমন ও নিবন্ধনের মধ্যদিয়ে দুই দিনের এই কর্মশালা শুরু করা হয়। “**Animators are called to Win and Guide of Young Hearts**” দিনের প্রথম অধিবেশনে এ বিষয়ে সহভাগিতা করেন ব্রাদার উজ্জ্বল প্লাসিড পেরেরা, সিএসসি, প্রাক্তন নির্বহী সচিব, জাতীয় যুব কমিশন। এরপর সিস্টার রোজলীন সন্ধ্যা রোজারিও আরএনডিএম, জাতীয় যুব অফিস সমন্বয়কারি “History, Background, Reality, Challenges & Future of YCS in Bangladesh” এ বিষয়টি সকলের সাথে সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে ওয়াইসিএস এর যে অবস্থা তাতে আমাদের আরও সচেতন হওয়া দরকার। এরপর দুপুরে খাবার পর ছিল পরিচিতি অনুষ্ঠান, Icebreaking & Teambuilding. দিনের শেষ উপস্থাপনা ছিল “**YCS Activities and Roles of Animators**” এ বিষয় উপস্থাপন করেন শশী সিলভেস্টার পিরিস প্রাক্তন YCS এনিমেটর। রাতের খাবার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে প্রথম দিনের কার্যক্রম শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম উপস্থাপনায় ছিল “Advocacy for Child Protection and Safe Guarding” এ বিষয়টি উপস্থাপন করেন ফাদার ড. লিটন গমেজ, সিএসসি নির্বাহী সচিব, এপিসকপাল ন্যায্যতা ও শান্তি কমিশন। এরপর Spuritulity, Activities & Methodologicy Of YCS এ বিষয়ে সহভাগিতা করেন ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি, নির্বাহী সচিব, জাতীয় যুব কমিশন। দিনের শেষ উপস্থাপনা ছিল “Mental Health and Pastoral Accompaniment” এ বিষয়ে কথা বলেন কমিশনের সভাপতি আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি। তিনি মানবজীবনের বিভিন্ন ধাপে বিশেষ করে যুবাদের মানসিক অবস্থা ও আচরণের পরিবর্তন গুলো তুলে ধরেন। এরপর প্রত্যেক ধর্মপ্রদেশ তাদের নিজেদের Action Plan for the Diocese. এ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি’ রোজারিও, সিএসসি, সার্টিফিকেট বিতরণ করেন এবং পরে সকলের উদ্দেশে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি। পবিত্র খ্রিস্টযাগের শেষে জাতীয় ওয়াইসিএস এনিমেটর গঠন ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২২ এর প্রতিবেদন উপস্থাপন ও দুই জন এনিমেটর তাদের অনুভূতি সহভাগিতার মধ্যদিয়ে কর্মশালা সমাপ্ত হয়॥

কার্পাসডাঙ্গা ধর্মপল্লীতে যুব দিবস উদ্‌যাপন

নিকোলাস বিশ্বাস ▯ গত ৫ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশন, খুলনা এর উদ্যোগে ও সহযোগিতায় সেক্রেড হার্ট কাথলিক চার্চ, কার্পাসডাঙ্গা এর আয়োজনে ধর্মপল্লী ভিত্তিক যুব দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। উক্ত যুব দিবসের মুলসূর হিসাবে ছিল **“অংশগ্রহণ, মিলন, প্রেরণকাজে সিনোডাল মণ্ডলী গঠনে যুব সমাজের ভূমিকা।”** যুব দিবসে কার্পাসডাঙ্গা ধর্মপল্লীর সকল উপধর্মপল্লী থেকে মোট ৭৭ জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করে। পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে উক্ত যুব দিবসের উদ্বোধন করা হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার লাভলু সরকার- যুব সমন্বয়কারী, ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশন, খুলনা ও পালক পুরোহিত, কার্পাসডাঙ্গা ধর্মপল্লী। যুবাদের ভক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় যুব ক্রুশ নিয়ে শোভাযাত্রা করা হয়। উক্ত দিবসের মুলসূর নিয়ে সহভাগিতা করেন সুফন মন্ডল। ধর্মপল্লীর যুব কার্যক্রমকে গতিশীল করতে প্রতিটি উপকেন্দ্রে যুব কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত যুব দিবসে সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন নিকোলাস উজ্জ্বল হালদার, সেক্রেটারী, ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশন, খুলনা। এছাড়াও সহযোগিতায় ছিলেন নিকোলাস বিশ্বাস, শ্রবণ মার্টিন বৈদ্য, উক্ত ধর্মপল্লীর সকল সিস্টারগণ এবং ক্যাটিখ্রিস্টগণ॥

কারিতাস এসডিডিবি প্রকল্পের ক্লাব গঠনের উদ্দেশ্য, নিয়মাবলী, ক্লাব ও কমিটির ভূমিকা এবং কার্যাবলী বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

লুটমন এডমন্ড পড়ুনা ▯ কারিতাস বাংলাদেশ সিলেট অঞ্চলের “বাংলাদেশের প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে সমাজ কল্যাণ শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নে অভিগম্যতার উন্নয়ন সাধন (এসডিডিবি)” প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় গত ১০ থেকে ১১ আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল, ইছবপুর শ্রীমঙ্গলে এসডিডিবি প্রকল্পের ক্লাব গঠনের উদ্দেশ্য, নিয়মাবলী, ক্লাব ও কমিটির ভূমিকা এবং কার্যাবলী বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার ৩নং শ্রীমঙ্গল ইউনিয়ন এবং ৭নং রাজঘাট ইউনিয়নের এসডিডিবি প্রকল্পের প্রতিবন্ধী, মাদকব্যবহারকারী ও প্রবীণ হিতৈষী ক্লাবের কার্যকরি কমিটি, উন্নয়ন কমিটি এবং নারী প্রতিবন্ধী ফোরামের ৪০ জন নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের প্রথম দিনের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল- প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সহভাগিতা, ক্লাব গঠনের উদ্দেশ্য, দল কি? দলের গুরুত্ব এবং আদর্শ দলের বৈশিষ্ট্য, ক্লাবে সদস্য ভর্তি প্রক্রিয়া এবং ক্লাবের সদস্য/সদস্যাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং কার্যকরি কমিটির দায়িত্ব এবং মেয়াদকাল, ক্লাবের নীতিমালা, ক্লাবের তহবিল গঠন এবং ক্লাব নিবন্ধনের প্রক্রিয়া।

দ্বিতীয় দিনের আলোচ্য বিষয় ছিল- ক্লাবে দ্বন্দ্বের কারণ, নেতৃত্ব এবং নেতার গুণাবলী, ক্লাবের পরিকল্পনা এবং সরকারী সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিতে নেতৃবৃন্দের করণীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

উক্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনায় ছিলেন লুটমন এডমন্ড পড়ুনা, জুনিয়র কর্মসূচি কর্মকর্তা, এসডিডিবি প্রকল্প, কারিতাস সিলেট অঞ্চল। অতপর বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় অংশগ্রহণকারীদের অনুভূতি ব্যক্ত, প্রশিক্ষণের সার্বিক মূল্যায়ন, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে ২ দিনের প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘটে॥

National Council of YMCAs of Bangladesh

1/1 Pioneer Road, Kakrail, Ramna, Dhaka – 1000

RECRUITMENT ANNOUNCEMENT

Background:

National Council of YMCAs of Bangladesh in brief NCYB was established in 1974 and registered under the Societies Registration Act - 1860 in 1974 as a Voluntary Organization. NCYB is the collective body of Local YMCAs located at the different parts of Bangladesh. NCYB is an affiliated member of Asia and Pacific of Alliance of YMCAs and World Alliance of YMCAs. YMCA Training Center & Guest House is a new project of the National Council of YMCAs of Bangladesh located at YMCA International House project is a 13th stored building (a project of NCYB) which is located at B-2, Jaleswar, PO: PATC, Savar, Dhaka-1343.

The management of National Council of YMCAs of Bangladesh has decided to recruit four (4) staff members for its YMCA Training Center & Guest House project. Therefore, we are looking for a passionate and energetic individual for following three positions;

Front Desk Executive (1):

General Purpose: Welcome guests, check guests in and out of the hotel, deal with guest queries, provide prompt and professional guest service to meet guest needs and ensure guest satisfaction.

Duties and Responsibilities: Welcome and greet guests and answer and direct incoming calls. He or She will inform guests of hotel rates and services and make and confirm reservations for guests. Front Desk Executive will confirm relevant guest information, ensure proper room allocation, register and check guests in. He or She verify guest's payment method, verify and imprint credit cards for authorization, compute all guest billings, accurately post charges to guest rooms and house accounts. He or She will receive and transmit messages from guests, provide accurate information about local attractions and services, listen and respond to guest queries and requests both in-person and by phone. Front Desk Executive will inform housekeeping when rooms have been vacated and are ready for cleaning

Sales and Marketing Executive (1):

Duties and responsibilities: He or She will make lists of potential clients and conduct surveys to identify customers actively seeking a hotel. Will contact customers via calls or arranged meetings to discover their needs and requirements. Prepare and present sales proposal to potential clients, highlighting the best features and qualities of the hotel. He or She will provide customers with a list of available services and their accompanying prices and offer discounts when necessary. Oversee the booking and reservation of space at the hotel to ensure availability and proper arrangement. Collaborate with other hotel staff to ensure clients have a good time. Maintain contact with clients to obtain feedback and to discuss opportunities for future বিপ্র/০০/২২ business deals. Set annual budgets and implement strategies effective for achieving set targets. Conduct assessment of sales performance to make necessary adjustments to increase patronage.

হোটেল পরিসেবাদাতা (Housekeeper) - ২ জন

দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ: হোটেল পরিসেবাদাতা কর্মীগণ ওয়াইএমসিএ ট্রেনিং সেন্টার এন্ড গেষ্ট হাউজ প্রকল্পটির অধীনে দায়িত্ব পালন করবেন। দায়িত্বসমূহ বিশদভাবে: অতিথিগণ হোটেল রুম ত্যাগ করার পর সকল হোটেল রুম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে। তিনি নিশ্চিত করবেন যে, পরিষ্কার কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিস হোটেল রুমে নিয়ে আসা হয়েছে। হোটেল পরিসেবাদাতাগণ ময়লা কাপড়-চোপড়, তোয়ালে, সাবান, টিস্যু পেপার, পানি এবং পানি পান করার গ্লাস, বাথরুম জীবানুমুক্ত করে পরিষ্কার করবেন, আসবাবপত্রসমূহ ধূলামুক্ত ও মোছা, সমস্ত ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করা, কার্পেট ছাড়া সকল মেঝে পরিষ্কার করবেন। অতিথিগণ হোটেল রুম ত্যাগ করার পর হোটেল পরিসেবাদাতা নিশ্চিত করবেন রুম যেন নতুন অতিথির জন্য প্রস্তুত থাকে। হোটেল পরিসেবাদাতা কর্মীগণ যদি রুমের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির ত্রুটি লক্ষ্য করেন তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। তারা হোটেল রুমের কোন সামগ্রী নষ্ট ও হারিয়ে গেলে তাও কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। কোন অতিথি কোন সামগ্রী ফেলে গেলে তাও কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। আগ্রহী প্রার্থীদের অবশ্যই কোন নামী হোটেলে কমপক্ষে ৫ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

Application procedures:

Interested candidates may apply along with complete CV, two copies of passport size recent photographs, attested copies of all educational and experience certificates and attested copy of National Identity Card should reach to the National General Secretary, B-2, Jaleswar, PO: PATC, Savar, Dhaka1343 or e-mail box: ymcabd.hotel@gmail.com on or before August 30, 2022 during office hour. Only the short-listed candidates will be called for interview.

বিজ্ঞ/২৩২/২২

প্রয়াত শ্রদ্ধেয়া সিস্টার মার্থা আননচিয়েত্তা সরেন, সিআইসি

শান্তি, মহাশান্তি মাঝে তুমি আছ, সুন্দর ঐ রম্যদেশে তুমি আছ।

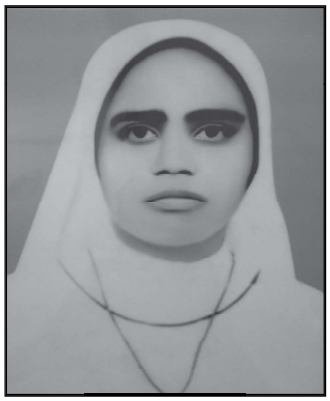

শ্রদ্ধেয়া সিস্টার মার্থা আননচিয়েত্তা সরেন ২৮ জানুয়ারি ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে আন্ধারকোঠা মিশনে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা প্রয়াত আগষ্টিন সরেন ও মাতা লুইজিনা মার্ডী। তিনি ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ শান্তি রাণী সংঘের নভিশিয়েটে প্রবেশ করেন এবং ৬ জানুয়ারি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ প্রথম ব্রত গ্রহণ করেন। অতপর ৬ জানুয়ারি ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ আজীবন ব্রত গ্রহণ করেন।

সিস্টার মার্থা ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ এসএসসি পাশ করেন। তিনি সেলাই এবং প্রাথমিক চিকিৎসার উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ লাভ করেন। তিনি থিওলজি পড়াশুনা করেন এবং কাটেক্যাটিকেল প্রশিক্ষণ নেন। বাইবেল-এর উপর বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন।

তিনি বিশ্বস্তভাবে, আনন্দের সহিত নিরলসভাবে মফঃস্বলে বাণী প্রচারের কাজ করে গেছেন। তিনি দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের রুহিয়া, ঠাকুরগাঁও, নিজপাড়া, পাথরঘাটা, সুইহারী ধর্মপল্লীতে বিশ্বস্তভাবে বাণী প্রচারের কাজ করে গেছেন। তিনি রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের চাঁদপুকুর, বেনীদুয়ার, গুল্টা, মুন্ডুমালা ধর্মপল্লীতে সংঘের ক্যারিজম অর্থাৎ ধর্মশিক্ষা দান ও খ্রিস্টের বাণী প্রচার করে অনেককে খ্রিস্টেতে দীক্ষিত হতে অনুপ্রাণিত করে গেছেন। অসুস্থ হয়ে চত্রা সাব-সেন্টার থেকে চিকিৎসার জন্য মাদার হাউজ শান্তি রাণীতে ফিরে আসেন। তিনি মাদার হাউজে থেকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেশ কয়েক মাস ছিলেন এবং গত মঙ্গলবার ১০ আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ সেন্ট ভিনসেন্ট হাসপাতালে চিকিৎস্যাধীন অবস্থায় থেকে ১৩ আগষ্ট রোজ শনিবার সকাল ১০ টায় ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে না ফেরার দেশে চলে যান।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত সহজ-সরল ও নম্র। তিনি ছিলেন প্রার্থনাশীল ও সেবা দায়িত্বে বিশ্বস্ত মানুষ । তিনি হাসিমুখে ও আনন্দের সহিত মফঃস্বলের কাজই বেশি করেছেন। তিনি হাতে সেলাই-এর কাজও খুব ভাল করতে পারতেন। তিনি শান্তি প্রিয়, ধৈর্যশীল ও কোমলমনের মানুষ ছিলেন। আমরা সিআইসি পরিবার শ্রদ্ধেয়া সিস্টার মার্থা আননচিয়েত্তা সরেন-এর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। আমরা তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। তার পরিবারের সকল জীবিত আত্মীয় স্বজনদের জন্য প্রার্থনা করি, ঈশ্বর যেন তাদের এই কষ্ট সহ্য করার শক্তি ও সান্ত্বনা দান করেন। আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন আপনাদের ধন্যবাদ জানাই, অনুরোধ করি সিস্টারের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে প্রার্থনা করবেন॥

বিজ্ঞ/২২১/২২

অনন্ত যাত্রায় সিস্টার মেরী হেলেন এসএমআরএ

১৯৩২ খ্রিস্টবর্ষে, ২৯ ফেব্রুয়ারি, মঠবাড়ি ধর্মপল্লীর উলুখোলা গ্রামে ম্যাথু রোজারিও ও ষ্টেল্লা রোজারিও এর ঘর আলোকিত করে একটি আদর্শ খ্রিস্টীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সিস্টার মেরী হেলেন এসএমআরএ। বাপ্তিস্মের নাম সিসিলিয়া রোজারিও। পাঁচ বোন ও তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন পঞ্চম। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন একজন ধীর-স্থির, ধর্মভীরু ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ। তিনি মঠবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে সেন্ট মেরীস হাইস্কুলে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন।

ছোটবেলা থেকেই বিশেষভাবে তুমিলিয়াতে পড়াশুনাকালে তার তীব্র বাসনা ছিল সিস্টার হওয়ার। সে লক্ষ্যেই ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ, জুলাই এসএমআরএ ধর্মসংঘে যোগদান করেন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ তিনি প্রথম ব্রত এবং ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ চিরকালীন ব্রত গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন সু-শিক্ষিকা, খুব ভাল লিখতে, গান করতে ও শুনতে পচ্ছন্দ করতেন। তিনি একজন আনন্দময়ী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। নিজে খুশি থাকতেন ও অন্যদেরকেও আনন্দ দান করতেন। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ ১০ম শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্যতা লাভ করেন। ১৯৫৫-১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তেজগাঁও, পানজোরা ও রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে দক্ষতার সাথে শিক্ষকতা করেন। তিনি একজন সুন্দর মনের এবং প্রার্থনার মানুষ। তিনি নিজে প্রার্থনা করতেন এবং অন্যদেরকেও বিশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করতে উৎসাহিত করতেন।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ ৬ জানুয়ারিতে তার জীবনের মোড় ঘুরে যায় বলে শিক্ষকতা ছেড়ে চিকিৎসা সেবার জন্য হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কৃতকার্যতা লাভ করেন। এরপর ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে সেবিকা হিসাবে মরিয়মনগর সেবাকাজ করার সময় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি সিস্টারস এলিজাবেথ এবং রোজলিনের সাথে সেখান থেকে ভারতে চলে যান এবং বাংলাদেশী বহু ভাইবোনদের জন্য খাবার তৈরী করেন এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল হতে মিডওয়াইফারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে দক্ষতার সাথে ধরেন্ডা, মঠবাড়ি, মরিয়মনগর, রাণীখং, তুমিলিয়া, পানজোরা ও বানিয়ারচর ধর্মপল্লীতে সেবাদানে রত ছিলেন। তিনি একজন নীরব কর্মী হিসেবে অসহায়, দরিদ্র, পীড়িত ভাইবোনদের মাঝে সেবাদান করেছেন। স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি তিনি রাণীখং ও শুলপুরে আশ্রম পরিচালিকার দায়িত্বও পালন করেন। আশ্রম পরিচালনায় তার যা কিছু সম্বল ছিল তা দিয়েই তিনি ভগ্নিদেরকে খুশি রাখতে চেষ্টা করতেন। তার মধ্যে ছিল দরদপূর্ণ মাতৃত্ববোধ যা অন্যদেরকে স্পর্শ করে। তিনি সবাইকে স্নেহ ও যত্ন করতেন ।

বার্ধক্যের কারণে ২০১৮ খ্রিস্টবর্ষের মাঝামাঝি সময়ে তিনি তুমিলিয়া, মাতৃগৃহের ইনফারমারীতে চলে আসেন। এখানে তিনি তার অবসর যাপনের বেশীরভাগ সময়ই ঈশ্বর সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন। শেষের দিকে কিছু সময় ধরে তিনি বিছানায় ছিলেন এবং বেশ কষ্টও পেয়েছেন যা তিনি নীরবে যিশুর কাছে উৎসর্গ করেছেন । অবশেষে, ০৯ আগস্ট, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ মঙ্গলবার, রাত ১০টায় তিনি সবার মায়া ছেড়ে স্বর্গীয় পিতার কাছে স্থান লাভ করেন। আমরা সিস্টারের বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করি। মৃত্যুকালে সিস্টারের বয়স হয়েছিল ৯০ বৎসর ৬ মাস। এখানে উল্লেখ্য যে তিনি মৃত্যুর পূর্বে শ্রদ্ধেয় ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজকে বলেছিলেন– তিনি যখন মারা যাবেন তখন ফাদার যেন তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এবং তাকে সমাহিত করেন। সত্যিই তার এই একান্ত বাসনা স্বর্গীয় পিতা পূর্ণ করেছেন। ঐ দিন ফাদার খোকন ছাড়া আর কেউ উপস্থিত থাকতে পারেননি। এতেই বুঝতে পারি যে তিনি কত পবিত্র। সিস্টারের সুন্দর জীবনের জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বররের ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি॥ - **এসএমআরএ সংঘের পক্ষে সিস্টার মেরী মিতালী**

বিজ্ঞ/২৩১/২২

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী আন্তজার্তিক নারী সংগঠন। কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ বাংলাদেশ ওয়াইডাব্লিউসিএ'র শাখা হিসেবে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে "ভালবাসায় একে অপরের সেবা করা" এই মূলমন্ত্র নিয়ে কাজ করে আসছে। একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিশেষত: সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুব-নারী, ও শিশুদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নকল্পে কাজ করে চলছে ।

নিম্নলিখিত পদ সমূহে আগ্রহী ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে:

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ
০১	সহকারি প্রধান শিক্ষক (প্রাইমারী শাখা)	১টি	যে কোন বিষয়ে মাষ্টার্স এবং বিএড ডিগ্রীধারী হতে হবে । অভিজ্ঞতা : কমপক্ষে ৩ বছর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। MSWORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET ব্যবহার জানতে হবে। নারী প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবে ।
২.	ইনচার্জ (মাধ্যমিক শাখা)	১টি	যে কোন বিষয়ে সম্মান সহ স্নাতকোত্তর এবং বিএড ডিগ্রীধারী হতে হবে । অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শিক্ষক নিবন্ধন এর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে । MSWORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET ব্যবহার জানতে হবে।
৩.	অফিস সহকারি	২টি	যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রী হতে হবে । MSWORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET এবং DATA ENTRY কাজ জানতে হবে । যে কোন প্রতিষ্ঠানে সেচ্ছাসেবকের অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেয়া হবে ।
৪	বি পি এড (শরীর চর্চা) শিক্ষক	১টি	যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক এবং বিপিএড ডিগ্রীধারী হতে হবে। অভিজ্ঞতা : কমপক্ষে ৩ বছর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। MSWORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET ব্যবহার জানতে হবে।
৫	আইসিটি শিক্ষক	১টি	স্নাতক /স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী হতে হবে। অভিজ্ঞতা : কমপক্ষে ৩ বছর আইসিটি কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শিক্ষক নিবন্ধন এর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ।
৬	ক্রেডিট সুপারভাইজার	১টি	যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রীধারী হতে হতে হবে । অভিজ্ঞতা: মাঠেরকাজ, ডাটা এন্ট্রি ও এ দল গঠন কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। MSWORD,EXCEL, POWERPOINT, INTERNET ব্যবহার জানতে হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্যাদি :

১.প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত ও সম্প্রতি তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রদান করতে হবে।
২. সত্যায়িত সকল সনদপত্র ও জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে ।
৩. বেতন /ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী, প্রয়োজনে আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারন করা হবে ।
৪. সর্বোপরি কর্মঘন্টা ও প্রয়োজনে এর অধিক সময় এবং ছুটির দিনে কাজ করার সুন্দর মানসিকতা থাকতে হবে।

(আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন পত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ এর মধ্যে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে) ।

সাধারণ সম্পাদিকা
কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ
বাদুরতলা , কুমিল্লা

বিজ্ঞ/২২৮/২২

মথুরাপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

Mathurapur Christian Co_operative Credit Union Ltd.

ডাকঘর: মথুরাপুর, **উপজেলা:** চাটমোহর, **জেলা:** পাবনা

রেজি: নং -১/৮৪ সংশোধিত - ১/২০০৮

মোবাইল নং: ০১৩০২-৩৯৮১২৯

Email : mcccu1963@gmail.com

স্মারক: সা- ০৪/৬০২/২২ তারিখ: ১৪ আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

মথুরাপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর কার্যালয়ে **লোন ও আইটি অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য নিম্নে বর্ণিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে যোগ্য প্রার্থীর নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। পদের জন্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নিম্নরূপ

পদের বিবরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
* পদের নাম: **লোন ও আইটি অফিসার**। * বয়স : ২৫-৩৫ বছর। * লিঙ্গ : পুরুষ/মহিলা * বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।	* কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ন্যূণতম অনার্স/বিকম/ বিএ বা সমমানের ডিগ্রী হতে হবে। * মথুরাপুর ধর্মপল্লীর স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। * মাণ্ডলিক ও সামাজিক কোন প্রতিবন্ধকতা থাকা যাবে না। * মথুরাপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নে সদস্য থাকতে হবে। * হিসাব বিভাগ/প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। * ক্রেডিট ইউনিয়ন/এনজিও/মাইক্রো ক্রেডিট এর কাজে অভিজ্ঞ হতে হবে। * কম্পিউটার পরিচালনায়/আইটি বিষয়ে দক্ষ হতে হবে। * অভিজ্ঞ ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর ক্ষেত্রে শর্তাবলী শিথিল হতে পারে।

শর্তাবলী:

ক) পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত : ১। নাম, ২। পিতার নাম, ৩। মাতার নাম, ৪। জন্ম তারিখ, ৫। স্থায়ী ঠিকানা, ৬। বর্তমান ঠিকানা, ৭। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা, ৮। ধর্ম, ৯। জাতীয়তা, ও ১০। মোবাইল নাম্বার

খ) আবেদন পত্রের সঙ্গে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সকল সনদ পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি, জাতীয় সনদ পত্র ও ২ কপি সদ্য তোলা পাশপোর্ট সাইজের সত্যায়িত রঙ্গিন ছবি জমা দিতে হবে।

গ) আগ্রহী প্রার্থীকে অবশ্যই সৎ, কর্মঠ এবং সেবামূলক কাজে উদ্যোগী হতে হবে।

ঘ) চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

ঙ) ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা সুপারিশকৃত প্রার্থীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে।

চ) যে সকল প্রার্থী অত্র প্রতিষ্ঠান হতে চাকুরী ছেড়ে গিয়েছেন তাদের আবেদন বিবেচিত হবে না।

চ) প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র বাছাইকৃত প্রার্থীদের (লিখিত ও মৌখিক) পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য বর্তমান ঠিকানায় সাক্ষাৎকারপত্র ইস্যু করা হবে।

ছ) ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ আবেদন পত্র কোন কারণ দর্শান ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।

জ) কোন ঋণ খেলাপী সদস্য চাকুরীর আবেদন করতে পারবেন না ।

ঝ) আবেদন পত্র **আগামী ১০/০৯/২০২২ খ্রিস্টাব্দ** তারিখের মধ্যে চেয়ারম্যান, মথুরাপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, মথুরাপুর, চাটমোহর, পাবনা এই ঠিকানায় ডাক যোগে বা ব্যক্তিগত ভাবে পৌছাতে হবে।

ঞ) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

(আভাষ গমেজ)
চেয়ারম্যান
মথুরাপুর খ্রিঃ কো-অপাঃ ক্রেঃ ইউঃ লিঃ

(সুবল গমেজ)
সেক্রেটারী
মথুরাপুর খ্রিঃ কো-অপাঃ ক্রেঃ ইউঃ লিঃ

বিজ্ঞ/২২৮/২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
(সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা) অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বিকাশ নম্বর : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

পাওয়া যাচ্ছে! বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান, পানপাত্র ও ছোট ক্রুশ

- ❒ বাণী বিতান দৈনিক পাঠ (৩,২০০/= টাকা)
- ❒ বাণী বিতান রবিবাসরীয় (২,৫০০/= টাকা)
- ❒ খ্রিস্টযাগের প্রার্থনা সংকলণ (৩,০০০/= টাকা)

এছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে

- ❒ খ্রিস্টযাগ রীতি
- ❒ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ❒ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- ❒ কাথলিক ডিরেক্টরী
- ❒ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- ❒ যুগে যুগে গল্প
- ❒ সমাজ ভাবনা
- ❒ প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- ❒ বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- ❒ খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- ❒ বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- ❒ সাধু যোসেফ পরিবারের রক্ষক ও বিশ্বমণ্ডলীর প্রতিপালক
- ❒ সলতে
- ❒ ছোটদের সাধু-সাধ্বী

-যোগাযোগের ঠিকানা -

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫	প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার) হলি রোজারি চার্চ তেজগাঁও, ঢাকা	**প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)** সিবিসিবি সেন্টার ২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা	প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার) নাগরী পো: অ: সংলগ্ন গাজীপুর।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
THE WEEKLY PRATIBESHI
ISSUE-30
❖বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ৩০
Regd. No. DA-33
❖ 21 - 27 August, 2022, ৬ - ১২ ভাদ্র, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

কাথলিক পঞ্জিকানুসারে বিভিন্ন পর্বসমূহ:

৪ আগস্ট	সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী, যাজক	৪ অক্টোবর	আসিসি'র সাধু ফ্রান্সিস
৬ আগস্ট	প্রভু যিশুর দিব্য রূপান্তর	৭ অক্টোবর	জপমালা রাণীর স্মরণ দিবস
১৫ আগস্ট	কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন মহাপর্ব	২৪ অক্টোবর	বিশ্ব প্রেরণ রবিবার
২ সেপ্টেম্বর	আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলীর মৃত্যু বার্ষিকী	১ নভেম্বর	নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহাপর্ব
৫ সেপ্টেম্বর	কলকাতার সাধ্বী তেরেজা	২ নভেম্বর	পরলোগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
৮ সেপ্টেম্বর	কুমারী মারীয়ার জন্মোৎসব	২১ নভেম্বর	খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব
১৪ সেপ্টেম্বর	পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব	২৮ নভেম্বর	আগমনকালের ১ম রবিবার
২৭ সেপ্টেম্বর	সাধু ভিনসেন্ট দি পল, স্মরণ দিবস	৬ ডিসেম্বর	বাইবেল দিবস
২৯ সেপ্টেম্বর	মহাদূত মাইকেল, রাফায়েল, গাব্রিয়েলের পর্ব	৮ ডিসেম্বর	অমলোদ্ভবা মা মারীয়ার মহাপর্ব
১ অক্টোবর	ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব	২৫ ডিসেম্বর	শুভ বড়দিন
২ অক্টোবর	রক্ষীদূতবৃন্দের স্মরণ দিবস	২৬ ডিসেম্বর	পবিত্র পরিবারের পর্ব

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের দিবসসমূহ:

১ আগস্ট	বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস
১ আগস্ট	বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস (আগস্ট মাসের ১ম রবিবার)
৯ আগস্ট	বিশ্ব আদিবাসী দিবস
১২ আগস্ট	আন্তর্জাতিক যুব দিবস
১৫ আগস্ট	জাতীয় শোক দিবস, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী
৩০ আগস্ট	জন্মাষ্টমী
৮ সেপ্টেম্বর	আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস
১ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস
৪ অক্টোবর	বিশ্ব শিশু দিবস (অক্টোবর মাসের ১ম সোমবার)
৫ অক্টোবর	বিশ্ব শিক্ষক দিবস
১০ অক্টোবর	বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস
১৫ অক্টোবর	বিজয়া দশমী (দূর্গা পূজা)
১৬ অক্টোবর	বিশ্ব খাদ্য দিবস
১৭ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক দারিদ্র দূরীকরণ দিবস
২৪ অক্টোবর	জাতিসংঘ দিবস
১৪ নভেম্বর	বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস
১ ডিসেম্বর	বিশ্ব এইডস্ দিবস
৩ ডিসেম্বর	আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস
৯ ডিসেম্বর	আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দমন দিবস
১০ ডিসেম্বর	বিশ্ব মানবাধিকার দিবস
১৬ ডিসেম্বর	মহান বিজয় দিবস

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org